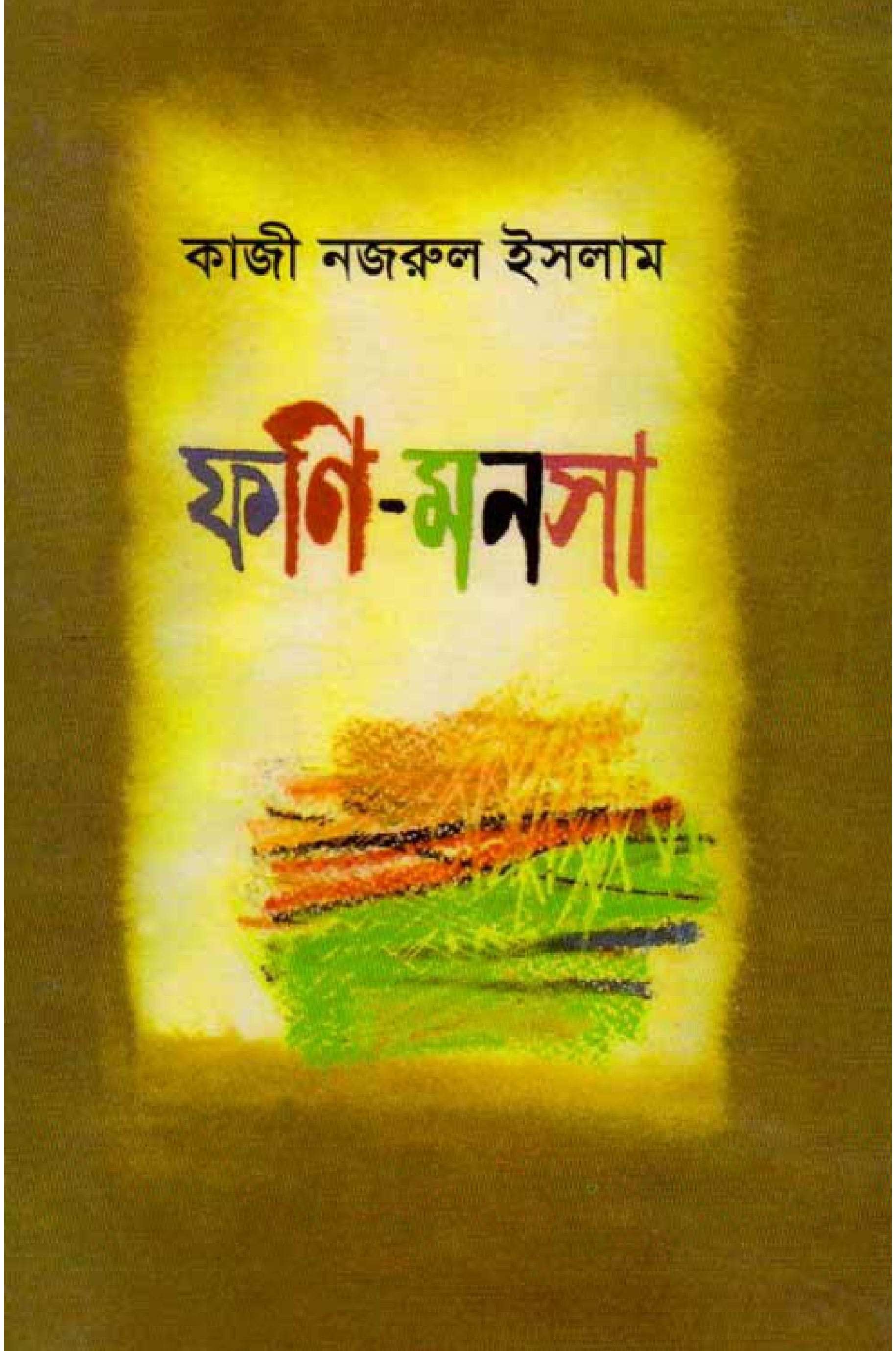

www.banglainternet.com
represents

PHANI-MANASHA

Kazi Nazrul Islam

ফণি-মনসা

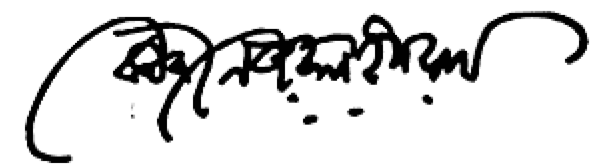

নজরুল ইন্সটিটিউট

সূচিপত্র

সব্যসাচী	১
দ্বীপান্তরের বন্দিনী	৪
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়	৭
আশীর্বাদ	১০
মুক্তি-কাম	১১
সাবধানী ঘণ্টা	১২
বিদায়-মাভৈঃ	১৬
বাঙলায় মহাত্মা	১৭
হেমপ্রভা	১৮
অশ্বিনীকুমার	১৯
ইন্দু-প্রয়াণ	২২
দিল্-দরদী	২৪
সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ	২৯
সত্য-কবি	৩১
সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ-গীতি	৩৫
সুর-কুমার	৩৬
রক্ত-পতাকার গান	৩৮
অন্তর-ন্যাশনাল সঙ্গীত	৩৯
জাগর-তূর্য	৪০
যুগের আলো	৪১
পথের দিশা	৪২
যা শত্রু পরে পরে	৪৪
হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ	৪৬
গ্রন্থ ও রচনা পরিচিতি	৪৯

সব্যসাচী

ওরে ভয় নাই আর, দুলিয়া উঠেছে হিমালয়-চাপা প্রাচী!
গৌরীশেখরে তুহিন ভেদিয়া জাগিছে সব্যসাচী!
দ্বাপর যুগের মৃত্যু ঠেলিয়া
জাগে মহাযোগী নয়ন মেলিয়া,
মহাভারতের মহাবীর জাগে, বলে "আমি আসিয়াছি!"
নব-যৌবন-জলতরঙ্গে নাচে রে প্রাচীন প্রাচী!

২

বিরাট কালের অজ্ঞাতবাস ভেদিয়া পার্থ জাগে,
গাণ্ডীব ধনু রাঙিয়া উঠিল লক্ষ লাক্ষারাগে!
বাজিছে বিষাণ পাঞ্চজন্য,
সাজে রথাশ্ব, হাঁকিছে সৈন্য,
ঝড়ের ফুঁ দিয়া নাচে অরণ্য, রসাতলে দোলা লাগে
দোলায় বসিয়া হাসিছে জীবন মৃত্যুর অনুরাগে!

৩

যুগে যুগে ম'রে বাঁচে পুনঃ পাপ দুর্মতি কুরুসেনা,
দুর্যোধনের পদলেহী ওরা, দুঃশাসনের কেনা!
লঙ্কাকাণ্ডে কুরুক্ষেত্রে,
লোভ-দানবের ক্ষুধিত নেত্রে,
ফাঁসির মঞ্চে কারার বেত্রে ইহারা যে চির-চেনা!
ভাবিয়াছ, কেহ শুধিবে না এই উৎপীড়নের দেনা?

৪

কালের চক্র বক্রগতিতে ঘুরিতেছে অবিরত,
আজ দেখি যারা কালের শীর্ষে, কা'ল তারা পদানত!

Banglainternet.com

আজি সম্রাট্‌ কালি সে বন্দী,
কুটিরে রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী !
কংস-কারায় কংস-হন্তা জন্মিছে অনাগত,
তারি বুক ফেটে আসে নৃসিংহ, যারে করে পদাহত !

৫

আজ যার শিরে হানিছে পাদুকা কা'ল তারে বলে পিতা,
চির-বন্দিনী হ'তেছে সহসা দেশ-দেশ-নন্দিতা !
দিকে দিকে ঐ বাজিছে ডঙ্কা,
জাগে শঙ্কর বিগত-শঙ্কা !
লঙ্কা-সায়রে কাঁদে বন্দিনী ভারত-লক্ষ্মী সীতা,
জ্বলিবে তাঁহারি আঁখির সুমুখে কা'ল রাবণের চিতা !

৬

যুগে যুগে সে যে নব নব রূপে আসে মহাসেনাপতি,
যুগে যুগে হ'ন শ্রীভগবান্‌ যে তাঁহারই রথ-সারথি !
যুগে যুগে আসে গীতা-উদ্গাতা
ন্যায়-পাণ্ডব-সৈন্যের ত্রাতা।
অশিব-দক্ষযজ্ঞে যখনই মরে স্বাধীনতা-সতী,
শিবের খড়্গে তখনই মুণ্ড হারায়েছে প্রজাপতি !

৭

নবীন মন্ত্রে দানিতে দীক্ষা আসিতেছে ফাল্গুনী,
জাগোরে জোয়ান ! ঘুমায়োনা ভুয়ো শান্তির বাণী শুনি !
অনেক দধীচি হাড় দিল ভাই,
দানব-দৈত্য তবু মরে নাই,
সুতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই, ব'সে ব'সে কাল গুণি !
জাগোরে জোয়ান ! বাত ধ'রে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি' !

৮

দক্ষিণ করে ছিঁড়িয়া শিকল, বাম করে বাণ হানি'
এস নিরস্ত্র বন্দীর দেশে হে যুগ-শস্ত্রপাণি !

পূজা ক'রে শুধু পেয়েছি কদলী,
এইবার তুমি এস মহাবলী !
রথের সুমুখে বসায়ো চক্রী চক্রধারীরে টানি',
আর, সত্য সেবিয়া দেখিতে পারি না সত্যের প্রাণহানি।

৯

মশা মে'রে ঐ গরজে কামান — 'বিপ্লব মারিয়াছি।
আমাদের ডান হাতে হাতকড়া, বাম হাতে মারি মাছি !'
মেনে শত বাধা টিকটিকি হাঁচি,
টিকি দাড়ি নিয়ে আজো বেঁচে আছি !
বাঁচিতে বাঁচিতে প্রায় মরিয়াছি, এবার সব্যসাচী,
যা হোক একটা দাও কিছু হাতে, একবার ম'রে বাঁচি !

হুগলি,
কার্তিক, ১৩৩২

Banglainternet.com

দ্বীপান্তরের বন্দিনী

আসে নাই ফিরে ভারত-ভারতী?
মা'র কতদিন দ্বীপান্তর?
পুণ্য বেদীর শূন্যে ধ্বনিল
ক্রন্দন — "দেড় শত বছর।"...

সপ্ত সিন্ধু তের নদী পার
দ্বীপান্তরের আন্দামান,
রূপের কমল রূপার কাঠির
কঠিন্ স্পর্শে যেখানে ম্লান,
শতদল যেথা শতধা ভিন্ন
শস্ত্র-পাণির অস্ত ঘায়,
যন্ত্রী যেখানে সান্ত্রী বসায়ে
বীণার তন্ত্রী কাটিছে হায়,
সেখান হ'তে কি বেতার-সেতারে
এসেছে মুক্ত-বন্ধ সুর?
মুক্ত কি আজ বন্দিনী বাণী?
ধ্বংসে হ'ল কি রক্ষ-পুর?
যক্ষপুরীর রৌপ্য-পঙ্কে
ফুটিল কি তবে রূপ্-কমল?
কামান গোলার সীসা-স্তূপে কি
উঠেছে বাণীর শিশ-মহল?
শান্তি-শুচিতে শুভ্র হ'ল কি
রক্ত সৌদাল খুন-খারাব?
তবে এ কিসের আর্ত আরতি,
কিসের তরে এ শঙ্খারাব?...

সাত সমুদ্র তের নদী পার
দ্বীপান্তরের আন্দামান,
বাণী যেথা ঘানি টানে নিশিদিন,
বন্দী সত্য ভানিছে ধান,
জীবন-চুয়ানো সেই ঘানি হ'তে
আরতির তেল এনেছ কি?
হোমানলে দিতে বাণীর রক্ষী
বীর ছেলেদের চর্বি ঘি?
হায় সৌখিন্ পূজারী, বৃথাই
দেবীর শঙ্খে দিতেছ ফুঁ,
পুণ্য বেদীর শূন্য ভেদিয়া
ক্রন্দন উঠিতেছে শুধু!

পূজারী, কাহারে দাও অঞ্জলি?
মুক্ত ভারতী ভারতে কই?
আইন যেখানে ন্যায়ের শাসক,
সত্য বলিলে বন্দী হই,
অত্যাচারিত হইয়া যেখানে
বলিতে পারি না অত্যাচার,
যথা বন্দিনী সীতা সম বাণী
সহিছে বিচার-চেড়ীর মার,
বাণীর মুক্ত শতদল যথা
আখ্যা লভিল বিদ্রোহী,
পূজারী, সেখানে এসেছ কি তুমি
বাণী-পূজা-উপচার বহি'?
সিংহেরে ভয়ে রাখে পিঞ্জরে,
ব্যাঘ্রেরে হানে অগ্নি-শেল,
কে জানিত কালে বীণা খাবে গুলি,
বাণীর কমল খাটিবে জেল!

Banglainternet.com

তবে কি বিধির বেতার-মন্ত্র
বেজেছে বাণীর সেতারে আজ,
পদ্মে রেখেছে চরণ-পদ্ম
যুগান্তরের ধর্মরাজ ? —
তবে তাই হোক ! ঢাল অঞ্জলি,
বাজাও পাঞ্চজন্য শাঁখ !
দ্বীপান্তরের ঘানিতে লেগেছে
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাক !

হুগলি,
মাঘ, ১৩৩১

প্রবর্তকের ঘুর্-চাকায়

যায় মহাকাল মূর্ছা যায়
প্রবর্তকে ঘুর্-চাকায়।
যার অতীত
কৃষ্ণ-কায়
যায় অতীত
রক্ত-পায় —
যায় মহাকাল মূর্ছা যায়
প্রবর্তকের ঘুর্-চাকায় !

যায় প্রবীণ
চৈতী-বায়,
আয় নবীন্
শক্তি আয় !
যায় অতীত,
যায় পতিত,
'আয় অতিথ্,
আয় রে আয় —
বৈশাখী-ঝড় সুর হাঁকায় —
প্রবর্তকের ঘুর্-চাকায়
প্রবর্তকের ঘুর্-চাকায় !

ঐ রে দিক্-
চক্রে কার
বক্রপথ
ঘুর্-চাকার !
ছুটছে রথ,
চক্র-ঘায়

Banglainternet.com

দিগ্বিদিক
মূর্ছা যায় !
কোটি রবি শশী ঘুর্‌-পাকায়
প্রবর্তকের ঘুর্‌-চাকায়
প্রবর্তকের ঘুর্‌-চাকায় !

ঘোরে গ্রহ তারা পথ্‌-বিভোল্‌, —
'কাল'-কোলে 'আজ' খায় রে দোল !
আজ প্রভাত
আন্‌ছে কা'য়,
দূর পাহাড়-
চূড় তাকায়।
জয়-কেতন
উড়্‌ছে কার
কিংশুকের
ফুল্‌-শাখায়।
ঘুরছে রথ,
রথ-চাকায়
রক্ত-লাল
পথ আঁকায়।
জয়-তোরণ
রচ্‌ছে কার
ঐ উষার
লাল আভায়,
প্রবর্তকের ঘুর্‌-চাকায়
প্রবর্তকের ঘুর্‌-চাকায়।

গর্জে ঘোর
ঝড়-তুফান,
আয় কঠোর
বর্তমান।

আয় তরুণ,
আয় অরুণ,
আয় দারুণ,
দৈন্যতায় !
ভয় কি আয় !
ঐ মা অভয়-হাত দেখায়
রাম-ধনুর
লাল শাখায় !
প্রবর্তকের ঘুর্‌-চাকায় !
প্রবর্তকের ঘুর্‌-চাকায় !

বর্ষ-সতী-স্কন্ধে ঐ
নাচ্‌ছে কাল
থৈ তা থৈ !
কই সে কই
চক্রধর,
ঐ মায়ায়
খণ্ড কর্‌।
শব-মায়ায়
শিব যে যায়
ছিন্ন কর্‌
ঐ মায়ায় —
প্রবর্তকের ঘুর্‌-চাকায়
প্রবর্তকের ঘুর্‌-চাকায় !

কৃষ্ণনগর,
৩০শে চৈত্র, ১৩৩২

Banglainternet.com

আশীর্বাদ

কল্যাণীয়া শাম্‌সুন্ নাহার খাতুন
জয়যুক্তাসু

শত নিষেধের সিন্ধুর মাঝে অন্তরালের অন্তরীপ
তারই বুকে নারী ব'সে আছে জ্বালি' বিষাদ-বাতির সিন্ধু-দীপ।
শাশ্বত সেই দীপান্বিতার দীপ হ'তে আঁখি-দীপ ভরি'
আসিয়াছ তুমি অরুণিমা-আলো প্রভাতী তারার টিপ পরি'।
আপনার তুমি জান পরিচয় — তুমি কল্যাণী তুমি নারী —
আনিয়াছ তাই ভরি' হেম-ঝারি মরু-বুকে জম্‌জম্-বারি।
অন্তরিকার আঁধার চিরিয়া প্রকাশিলে তব সত্য-রূপ —
তুমি আছ, আছে তোমারও দেবার, তব গেহ নহে অন্ধ-কূপ।
তুমি আলোকের — তুমি সত্যের -- ধরার ধূলায় তাজমহল,
রৌদ্র-তপ্ত আকাশের চোখে পরালে স্নিগ্ধ নীল কাজল!
আপনারে তুমি চিনিয়াছ যবে, শুধিয়াছ ঋণ, টুটেছে ঘুম,
অন্ধকারের কুঁড়িতে ফুটেছ আলোকের শতদল-কুসুম।
বন্ধ কারার প্রাকারে তুলেছ বন্দিনীদের জয়-নিশান —
অবরোধ রোধ করিয়াছে দেহ, পারেনি রুধিতে কণ্ঠে গান।
লহ স্নেহাশীষ — তোমার 'পুণ্যময়ী'র "শাম্‌স্"* পুণ্যালোক
শাশ্বত হোক! সুন্দর হোক! প্রতি ঘরে চির-দীপ্ত রো'ক।

হুগলি,
১৯শে মাঘ, ১৩৩১

* শাম্‌স্ = সূর্য

মুক্তি-কাম

স্বাগত বঙ্গে মুক্তিকাম!
সুপ্ত বঙ্গে জাগুক আবার লুপ্ত স্বাধীন সপ্তগ্রাম!
শোনাও সাগর-জাগর সিন্ধু-ভৈরবী গান ভয়-হরণ, —
এ যে রে তন্দ্রা, জেগে ওঠ্ তোরা, জেগে ঘুম দেওয়া নয় মরণ'
সপ্ত-কুটি কু-সন্তান তোরা রাখিতে নারিলি সপ্তগ্রাম?
খাস্‌নি মায়ের বুকের রুধির? হালাল খাইয়া হ'লি হারাম!
মৃত্যু-ভূতকে দেখিলি রে শুধু, দেখিলি না তোরা ভবিষ্যত;
অস্ত-আঁধার পার হ'য়ে আসে নিত্য প্রভাতে রবির রথ।
অহোরাত্রিকে দেখেছে যাহারা সন্ধ্যাকে তারা করে না ভয়,
তারা সোজা জানে রাত্রির পরে আবার প্রভাত হবে উদয়।
দিন-কানা তোরা আঁধারের প্যাঁচা, দেখেছিস্ শুধু মৃত্যু-রাত,
ওরে আঁখি খোল্, দেখ্ তোরও দ্বারে এসেছে জীবন নব-প্রভাত!
মৃত্যুর 'ভয়' মেরেছে তোদেরে, মৃত্যু তোদের মারেনি, ভাই!
তোরা ম'রে তাই হয়েছিস্ ভূত, আলোকের দূত হলিনে তাই!
জীবন থাকিতে "ম'রে আছি" ব'লে পড়িয়া আছিস্ মড়া-ঘাটে,
সিন্ধু-শকুন নেমেছে রে তাই তোদের প্রাণের রাজ-পাটে!
রক্ত-মাংস খেয়েছে তোদের, কঙ্কাল শুধু আছে বাকি,
ঐ হাড় নিয়ে উঠে দাঁড়া তোরা "আজো বেঁচে আছি" বল্ ডাকি!
জীবনের সাড়া যেই পাবে, ভয়ে সিন্ধু-শকুন পালাবে দূর,
ঐ হাড়ে হবে ইন্দ্র-বজ্র, দগ্ধ হবে রে বৃত্রাসুর! —
এ মৃতের দেশে, অমৃত-পুত্র, আনিবে কি সেই অমৃত-ঢল —
যাতে প্রাণ পেয়ে মৃত সগরের দেশ এ বঙ্গ হবে সচল?
জ্যান্তে-মরা এ ক্লীবের ভারতে চাই না ক' মৃত-সঞ্জীবন,
ক্লীবের জীবন-সুধা আন, কর ভূতের ভবিষ্যৎ সৃজন!

হুগলি,
২০শে পৌষ, ১৩৩১

Banglainternet.com

সাবধানী ঘণ্টা

রক্তে আমার লেগেছে আবার সর্বনাশের নেশা।
রুধির-নদীর পার হ'তে ঐ ডাকে বিপ্লব-হ্রেষা !
বন্ধু গো, সখা, আজি এই নব জয়-যাত্রার আগে
দ্বেষ-পঙ্কিল হিয়া হ'তে তব শ্বেত পঙ্কজ মাগে
বন্ধু তোমার ; দাও দাদা দাও তব রূপ-মসি ছানি'
অঞ্জলি ভরি' শুধু কুৎসিত কদর্যতার গ্লানি !
তোমার নীচতা, ভীরুতা তোমার, তোমার মনের কালি
উদ্‌গার' সখা বন্ধুর শিরে ; তব বুক হোক খালি !
সুদূর বন্ধু, দূষিত দৃষ্টি দূর কর, চাহ ফিরে,
শয়তানে আজ পেয়েছে তোমায়, সে যে পাঁক ঢালে শিরে !
চিরদিন তুমি যাহাদের মুখে মারিয়াছ ঘৃণা-ঢেলা,
যে ভোগানন্দ দাসেদেরে গালি হানিয়াছ দুই বেলা,
আজি তাহাদেরি বিনামার তলে আসিয়াছ তুমি নামি' !
বাঁদরেরে তুমি ঘৃণা ক'রে ভালোবাসিয়াছ বাঁদরামি !
হে অস্ত্র-গুরু ! আজি মম বুকে বাজে শুধু এই ব্যথা,
পাণ্ডবে দিয়া জয়কেতু, হ'লে কুক্কুর-কুরু-নেতা !
ভোগ-নরকের নারকীর দ্বারে হইয়াছ তুমি দ্বারী,
হারামানন্দে হেরেমে ঢুকেছ হায় হে ব্রহ্মচারী !
তোমার কৃষ্ণ রূপ-সরসীতে ফুটেছে কমল কত,
সে কমল ঘিরি' নেচেছে মরাল কত সহস্র শত, —
কোথা সে দীঘির উজ্জ্বল জল, কোথা সে কমল রাঙা,
হেরি শুধু কাদা, শুকায়েছে জল, সরসীর বাঁধ ভাঙা !
সেই কাদা মাখি' চোখে মুখে তুমি সাজিয়াছ ছি ছি সং,
বাঁদর-নাচের ভালুক হয়েছ, হেসে মরি দেখে ঢং !
অন্ধকারের বিবর ছাড়িয়া বাহিরিয়া এসো দাদা,
হের আরসিতে — বাঁদরের বেদে করেছে তোমায় খ্যাঁদা !

মিত্র সাজিয়া শত্রু তোমারে ফেলেছে নরকে টানি,
ঘৃণার তিলক পরাল তোমারে স্তাবকের শয়তানী !
যাহারা তোমারে বাসিয়াছে ভালো, করিয়াছে পূজা নিতি,
তাহাদের হানে অতি লজ্জার ব্যথা আজ তব স্মৃতি।
নপুংসক ঐ শিখণ্ডী আজ রথের সারথি তব, —
হানো বীর তব বিদ্রূপ-বাণ, সব বুক পেতে ল'ব
ভীষ্মের সম ; যদি তাহে শর-শয়নের বর লভি',
তুমি যত বল আমিই সে রণে জিতিব অস্ত্র-কবি !
তুমি জান, তুমি সম্মুখ রণে পারিবে না পরাজিতে,
আমি তব কাল যশোরাহু সদা শঙ্কা তোমার চিতে,
রক্ত-অসির কৃষ্ণ মসির যে কোনো যুদ্ধে, ভাই,
তুমি নিজে জান তুমি অশক্ত, করিয়াছ শুরু তাই
চোরা-বাণ ছোঁড়া বেল্লিকপনা বিনামা আড়ালে থাকি'
ন্যক্কার-আনা নপুংসকেরে রথ-সম্মুখে রাখি'।
হের সখা আজ চারিদিক হ'তে ধিক্কার অবিরত
ছি ছি বিষ ঢালি' জ্বালায় তোমার পুরানো প্রদাহ-ক্ষত !
আমারে যে সবে বাসিয়াছে ভালো, মোর অপরাধ নহে !
কালীয়-দমন উদিয়াছে মোর বেদনার কালীদহে —
তাহার দাহ ত তোমারে দহেনি, দহেছে যাদের মুখ
তাহারা নাচুক জ্বলুনীর চোটে। তুমি পাও কোন্ সুখ ?
দগ্ধ-মুখ সে রাম-সেনাদলে নাচিয়া হে সেনাপতি !
শিব সুন্দর সত্য তোমার লভিল একি এ গতি ?
যদিই অসতী হয় বাণী মোর, কালের পরশুরাম
কঠোর কুঠারে নাশিবে তাহারে, তুমি কেন বদ্‌নাম
কিনিছ বন্ধু, কেন এত তব হিয়া দগ্‌দগী জ্বালা ? —
হোলীর রাজা কে সাজাল তোমারে পরায়ে বিনামা-মালা ?
তোমার গোপন দুর্বলতারে, ছি ছি ক'রে মসিময়
প্রকাশিলে, সখা, এইখানে তব অতি বড় পরাজয় !
তুমি ভিড়িও না গো-ভাগাড়ে-পড়া চিল-শকুনের দলে,
শতদল-দলে তুমি যে মরাল শ্বেত-সায়রের জলে।

Banglainternet.com

ওঠ সখা, বীর, ঈর্ষা-পঙ্ক শয়ন ছাড়িয়া পুনঃ,
নিন্দার নহ, নান্দীর তুমি, উঠিতেছে বাণী শুন !
ওঠ সখা, ওঠ, লহ গো সালাম, বেঁধে দাও হাতে রাখি,
ঐ হের শিরে চক্কর মারে বিপ্লব-বাজপাখি !
অন্ধ হয়ো না, বেত্র ছাড়িয়া নেত্র মেলিয়া চাহ —
ঘনায় আকাশে অসন্তোষের নিদারুণ বারিবাহ।
দোতালায় বসি' উতলা হয়ো না শুনি' বিদ্রোহ-বাণী,
এ নহে কবির, এ কাঁদন ওঠে নিখিল-মর্ম ছানি' !
বিদ্রূপ করি' উড়াইবে এই বিদ্রোহ-তেঁতো জ্বালা ?
সুরের তোমরা, কি করিবে তবু হবে কান ঝালাপালা
অসুরের ভীম অসি-ঝনঝনে, বড় অসোয়াস্তি-কর !
বন্ধু গো, এত ভয় কেন ? আছে তোমার আকাশ-ঘর !
অর্গল এঁটে সেথা হ'তে তুমি দাও অনর্গল গালি,
গোপীনাথ ম'ল ? সত্য কি ? মাঝে মাঝে দেখো তুলি জালি !
বারীন ঘোষের দ্বীপান্তর আর মির্জাপুরের বোমা,
লাল বাংলার হুমকানি, — ছি ছি, এত অসত্য ও মা,
কেমন ক'রে যে রটায় এ সব ঝুটা বিদ্রোহী দল !
সখী গো, আমায় ধর ধর ! মাগো, কত জানে এরা ছল !
সই লো, আমার কাতুকুতু ভাব হয়েছে যে, ঢ'লে পড়ি !
আঁচলে জড়ায়ে পা চলে না গো, হাত হ'তে পড়ে ছড়ি !
শ্রমিকের গাঁতি, বিপ্লব-বোমা, আ ম'লো তোমরা মর !
যত সব বাজে বাজখাই সুর, মেছুনী-বৃত্তি ধর !
যারা করে বাজে সুখভোগ ত্যাগ, আর রাজরোষে মরে,
ঐ বোকাদের ইতর ভাষায় গালি দাও খুব ক'রে !
এত ইতরামি, বাঁদরামী-আর্ট আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে
হন্যে কুকুর পেটপাল আর হাউ হাউ মর কেঁদে' !
এই নোংরামি ক'রে দিনরাত বল আর্টের জয় !
আর্ট মানে শুধু বাঁদরামি আর মুখ ভেঙচানো নয় !

আপনার নাক কেটে দাদা এই পরের যাত্রা ভাঙা
ইহাই হইল আদর্শ আর্ট, নাকি-সুর, কান রাঙা !
আর্ট ও প্রেমের এই সব মেড়ো মাড়োয়ারী দলই জানে,
কোনো বিদ্রোহ অসন্তোষের রেখা নাই কোনোখানে !
সব ভুয়ো দাদা, ও-সবে দেশের কিছুই হইবে না'ক,
এমনি করিয়া জুতো খাও আর মলমল-মল মাখ ! —
জ্ঞান-অঞ্জন শলাকা তৈরি হয়েছে এদের তরে,
দেখিবে এদের আর্টের আঁটুনি একদিনে গেছে ছড়ে !
বন্ধু গো ! সখা ! আঁখি খোলো, খোলো শ্রবণ হইতে তুলা,
ঐ হের পথে গুর্খা-সেপাই উড়াইয়া যায় ধূলা !
ঐ শোন আজ ঘরে ঘরে কত উঠিতেছে হাহাকার,
ভূধর প্রমাণ উদরে তোমার এবার পড়িবে মার !
তোমার আর্টের বাঁশরীর সুরে মুগ্ধ হবে না এরা,
প্রয়োজন-বাঁশে তোমার আর্টের আটচালা হবে নেড়া !
প্রেমও আছে সখা, যুদ্ধও আছে, বিশ্ব এমনি ঠাঁই,
ভালো নাহি লাগে, ভালো ছেলে হ'য়ে ছেড়ে যাও, মানা নাই !
আমি বলি সখা, জেনে রেখো মনে কোনো বাতায়ন-ফাঁকে
সজিনার ঠ্যাঙা সজনীরই মত হাতছানি দিয়ে ডাকে !
যত বিদ্রূপই কর সখা, তুমি জান এ সত্য-বাণী,
কারুর পা চেটে মরিব না ; কোনো প্রভু পেটে লাথি হানি'
ফাটাবে না পিলে, মরিব যেদিন মরিব বীরের মত,
ধরা-মা'র বুকে আমার রক্ত র'বে হয়ে শাশ্বত !
আমার মৃত্যু লিখিবে আমার জীবনের ইতিহাস !
ততদিন সখা সকলের সাথে ক'রে নাও পরিহাস !

কলিকাতা,
কার্তিক, ১৩৩২

Banglainternet.com

বিদায়-মাভৈঃ

বিদায়-রবির করুণিমায় অবিশ্বাসীর ভয়,
বিশ্বাসী ! বল্ আসবে আবার প্রভাত-রবির জয় !

খণ্ড ক'রে দেখ্ছে যারা অসীম জীবনটাই,
দুঃখ তা'রাই করুক্ বসে, দুঃখ মোদের নাই।
আমরা জানি, অস্ত-খেয়ায় আসছে রে উদয়।
বিদায়-রবির করুণিমায় অবিশ্বাসীর ভয়॥

হারাই-হারাই ভয় ক'রেই না হারিয়ে দিলি সব !
মরার দলই আগ্‌লে মড়া করছে কলরব।
ঘর-বাড়িটাই সত্য শুধু নয় কিছুতেই নয়।
বিদায়-রবির করুণিমায় অবিশ্বাসীর ভয়॥

দৃষ্টি-অচিন দেশের পরেও আছে চিনা দেশ,
এক নিমেষের নিমেষ-শেষটা নয় ক' অশেষ শেষ।
ঘরের প্রদীপ নিব্‌লে বিধির আলোক-প্রদীপ রয়,
বিদায়-রবির করুণিমায় অবিশ্বাসীর ভয়॥

জয়ধ্বনি উঠবে প্রাচীন চীনের প্রাচীরে,
অস্ত-ঘাটে ব'সে আমি তাই ত নাচি রে।
বিদায়-পাতা আনবে ডেকে নবীন কিশলয়,
বিশ্বাসী ! বল্, আসবে আবার প্রভাত-রবির জয়॥

কলিকাতা,
চৈত্র, ১৩৩০

বাঙ্‌লায় মহাত্মা

[গান]

আজ না-চাওয়া পথ দিয়ে কে এলে,
ঐ কংস-কারার দ্বার ঠেলে।
আজ শব-শ্মশানে শিব নাচে ঐ ফুল-ফুটানো পা ফেলে॥

আজ প্রেম-দ্বারকায় ডেকেছে বান
মরুভূমে জাগ্‌ল তুফান,
দিগ্বিদিকে উপ্‌চে পড়ে প্রাণ রে !
তুমি জীবন-দুলাল সব লালে-লাল করলে প্রাণের রং ঢেলে॥
ঐ শ্রাবস্তি-ঢল আস্‌ল নেমে
আজ ভারতের জেরুজালেমে
মুক্তি-পাগল এই প্রেমিকের প্রেমে রে !
ওরে আজ নদীয়ার শ্যাম নিকুঞ্জে রক্ষ-অরি রাম খেলে॥

ঐ চর্‌কা-চাকায় ঘর্ঘর-ঘর্
শুনি কাহার আসার খবর,
ঢেউ-দোলাতে দোলে সপ্ত সাগর রে !
ঐ পথের ধূলা ঢেকেছে আজ সপ্ত কোটি প্রাণ মেলে॥

আজ জাত-বিজাতের বিভেদ ঘুচি',
এক হ'ল ভাই বামুন-মুচি,
প্রেম-গঙ্গায় সবাই হ'ল শুচি রে !
আয় এই যমুনায় ঝাঁপ দিবি কে বন্দেমাতরম্ বলে —
ওরে সব মায়ায় আগুন জ্বেলে॥

হুগলি,
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১

Banglainternet.com

হেমপ্রভা

কোন্ অতীতের আঁধার ভেদিয়া
আসিলে আলোক-জননী।
প্রভায় তোমার উদিল প্রভাত
হেম্-প্রভ হ'ল ধরণী॥
ভগ্ন দুর্গে ঘুমায়ে রক্ষী
এলে কি মা তাই বিজয়-লক্ষ্মী,
"ময় ভূখা হুঁ"-র ক্রন্দন-রবে
নাচায়ে তুলিলে ধমনী॥

এস বাঙলার চাঁদ-সুলতানা
বীর-মাতা বীর-জায়া গো।
তোমাতে পড়েছে সকল কালের
বীর-নারীদের ছায়া গো।
শিব-সাথে সতী শিবানী সাজিয়া
ফিরিছ শ্মশানে জীবন মাগিয়া,
তব আগমনে নব-বাঙলার
কাটুক আঁধার রজনী॥

মাদারিপুর,
২৯শে ফাল্গুন, ১৩৩২

অশ্বিনীকুমার

আজ যবে প্রভাতের নব যাত্রীদল
ডেকে গেল রাত্রিশেষে, "চল্ আগে চল্," —
"চল্ আগে চল্" গাহে ঘুম-জাগা পাখি,
কুয়াশা-মশারি ঠেলি' জাগে রক্ত-আঁখি
নবারুণ নব আশা। আজি এই সাথে
এই নব জাগরণ-আনা নব প্রাতে
তোমারে স্মরিণু বীর প্রাতঃস্মরণীয়!
স্বর্গ হ'তে এ স্মরণ-প্রীতি-অর্ঘ্য নিও!
নিও নিও সপ্তকোটি বাঙ্গালির তব
অশ্রু-জলে স্মৃতি-পূজা অর্ঘ্য অভিনব!

আজো তা'রা ক্রীতদাস, আজো বদ্ধ-কর
শৃঙ্খল-বন্ধনে, দেব! আজো পরস্পর
করে তা'রা হানাহানি, ঈর্ষা-অস্ত্রে যুঝি
ছিটায় মনের কালি — নিরস্ত্রের পুঁজি!
মন্দভাষ গাঢ় মসি দিব্য অস্ত্র তার!
"দুই-সপ্ত কোটি ধৃত খর তরবার"
সে শুধু কেতাবী কথা, আজো সে স্বপন!
সপ্তকোটি তিক্ত জিহ্বা বিষ-রসায়ন
উদ্‌গারিছে বঙ্গে নিতি, দগ্ধ হ'ল ভূমি!
বঙ্গে আজ পুষ্প নাই, বিষ লহ তুমি!
কে করিবে নমস্কার! হায়, যুক্তকর
মুক্ত নাহি হ'ল আজো! বন্ধন-জর্জর
এ কর পারে না দেব, ছুঁইতে ললাট!
কে করিবে নমস্কার?
কে করিবে পাঠ
তোমার বন্দনা-গান? রসনা অসাড়!
কথা আছে, বাণী নাই, ছন্দে নাচে হাড়!

Banglainternet.com

ভাষা আছে, আশা নাই, নাই তাহে প্রাণ,
কে করিবে এ জাতিরে নব মন্ত্র দান!
অমৃতের পুত্র কবি অন্নের কাঙাল,
কবি আর ঋষি নয়, প্রাণের আকাল
করিয়াছে হেয় তারে! লেখনী ও কালি
যত না সৃজিছে কাব্য ততোধিক গালি!
কণ্ঠে যার ভাষা আছে অন্তরে সাহস,
সিংহের বিবরে আজ প'ড়ে সে অবশ!
গর্দান করিয়া উঁচু যে পারে গাহিতে
নব জীবনের গান, বন্ধন-রশিতে
চেপে আছে টুঁটি তার! জুলুম-জিঞ্জির
মাংস কেটে বসে আছে, হাড়ে খায় চিড়
আর্ত প্রতিধ্বনি তার! কোথা প্রতিকার!
যারা আছে --- তা'রা কিছু না ক'রে নাচার,
নেহারিব তোমারে যে শির উঁচু করি',
তাও নাহি পারি, দেব! আইনের ছড়ি
মারে এসে গুপ্ত চেড়ী। যাইব কোথায়!
আমার চরণ নহে মম বশে, হায়।

এক ঘর ছাড়ি' আর ঘরে যেতে নারি,
মর্দজাতি হয়ে আছে পর্দা-ঘেরা নারী!
এ লাঞ্ছনা, এ পীড়ন, এ আত্মকলহ,
আত্মসুখপরায়ণ পরাবৃত্তি মোহ —
তব বরে দূর হোক! এ জাতির 'পরে
হে যোগী, তোমার যেন আশীর্বাদ ঝরে!
যে-আত্মচেতনা-বলে যে আত্মবিশ্বাসে
যে-আত্মশ্রদ্ধার জোরে জীবন-উচ্ছ্বাসে
উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে মরা জাতি বাঁচে,
যোগী, তব কাছে জাতি সেই শক্তি যাচে!
স্বর্গে নহে, আমাদের অতি কাছাকাছি
আজ তুমি হে তাপস, তাই মোরা যাচি

তব বর, শক্তি তব! জেনেছিলে তুমি
স্বর্গাদপি গরীয়সী এই বঙ্গভূমি!
দিলে ধর্ম, দিলে কর্ম, দিলে ধ্যান-জ্ঞান,
তবু সাধ মিটিল না, দিলে বলিদান
আত্মারে জননী-পদে, হাঁকিলে, "মাভৈঃ!
ভয় নাই, নব দিনমণি ওঠে ওই!
ওরে জড়, ওঠ তোরা!" জাগিল না কেউ,
তোমারে লইয়া গেল পারাপারি ঢেউ!

অগ্রে তুমি জেগেছিলে অগ্রজ শহীদ,
তুমি ঋষি, শুভ প্রাতে টুটেছিল নিদ,
তব পথে যাত্রী যারা রাত্রি-দিবা ধরি'
ঘুমাল গভীর ঘুম, আজ তারা মরি'
বেলাশেষে জাগিয়াছে! সম্মুখে সবার
অনন্ত তমিস্রাঘোর দুর্গম কান্তার!
পশ্চাতে "অতীত" টানে জড় হিমালয়,
সংশয়ের "বর্তমান" অগ্রে নাহি হয়,
তোমা-হারা দেখে তারা অন্ধ "ভবিষ্যৎ",
যাত্রী ভীরু, রাত্রি গুরু, কে দেখাবে পথ!
হে প্রেমিক, তব প্রেম-বরিষায় দেশে
এল ঢল বীর-ভূমি বরিশাল ভেসে!
সেই ঢল সেই জল বিষম তৃষায়
যাচিছে ঊষর বঙ্গ তব কাছে হায়!
পীড়িত এ বঙ্গ পথ চাহিছে তোমার,
অসুর নিধনে কবে আসিবে আবার!

হুগলি,
মাঘ, ১৩৩২

Banglainternet.com

ইন্দু-প্রয়াণ

[কবি শরদিন্দু রায়ের অকালমৃত্যু উপলক্ষে]

বাঁশির দেবতা ! লভিয়াছ তুমি হাসির অমর-লোক,
হেথা মর-লোকে দুঃখী মানব করিতেছি মোরা শোক !
অমৃত-পাথারে ডুব দিলে তুমি ক্ষীরোদ-শয়ন লভি',
অনৃতের শিশু মোরা কেঁদে বলি, মরিয়াছ তুমি কবি !
হাসির ঝঞ্ঝা লুটায়ে পড়েছে নিদাঘের হাহাকারে,
মোরা কেঁদে বলি, কবি খোয়া গেছে অস্ত-খেয়ার পারে !

আগুন-শিখায় মিশেছে তোমার ফাগুন-জাগানো হাসি,
চিতার আগুনে পুড়ে গেছ ভেবে মোরা আঁখি-জলে ভাসি।
অনৃত তোমার যাহা কিছু কবি তাই হ'য়ে গেছে ছাই,
অমৃত তোমার অবিনাশী যাহা আগুনে তা পুড়ে নাই।
চির-অতৃপ্ত তবু কাঁদি মোরা, ভরে না তাহাতে বুক,
আজ তব বাণী আন্-মুখে শুনি, তুমি নাই, তুমি মূক !

অতি-লোভী মোরা পাই না তৃপ্তি সুরভিতে শুধু ভাই,
সুরভির সাথে রূপ-ক্ষুধাতুর ফুলেরও পরশ চাই।
আমরা অনৃত তাই ত অমৃতে ভ'রে ওঠে না ক' প্রাণ,
চোখে জল আসে দেখিয়া ত্যাগীর আপনা-বিলানো দান।
তরুণের বুকে হে চির-অরুণ ছড়ায়েছে যত লালী,
সেই-লালী আজ লালে লাল হয়ে কাঁদে, খালি সব খালি !

কাঁদায়ে গিয়াছ, নবরূপ ধ'রে হয়ত আসিবে ফিরে',
আসিয়া আবার আধ-গাওয়া গান গাবে গঙ্গারই তীরে ;
হয়ত তোমায় চিনিব না, কবি, চিনিব তোমার বাঁশি,
চিনিব তোমার ঐ সুর আর চল-চঞ্চল হাসি।

প্রাণের আলাপ আধ-চেনাচেনি দূরে থাকে শুধু সুরে,
এবার হে কবি, করিব পূর্ণ এ কবি-চিত্ত পুরে।...

ভালই করেছ ডিঙিয়া গিয়াছ নিত্য এ কারাগার,
সত্য যেখানে যায় না ক' বলা, গৃহ নয় সে তোমার।
গিয়াছ যেখানে শাসনে সেখানে নহে নিরুদ্ধ বাণী,
ভক্তের তরে রাখিও সেখানে আধেক আসনখানি।
বন্দী যেখানে শুনিবে তোমার মুক্ত-বন্ধ সুর, —
গঙ্গার কূলে চাই আর ভাবি কোথা সেই সুর-পুর !
গণ্ডীর বেড়ি কাটিয়া নিয়াছ অনন্তরূপ টানি',
কারো বুকে আছ মূর্তি ধরিয়া, কারো বুকে আছ বাণী।
সে কি মরিবার ? ভাঙি' অনিত্যে নিত্যে নিয়াছ বরি',
ক্ষমা ক'রো কবি, তবু লোভী মোরা শোক করি, কেঁদে মরি।
না-দেখা ভেলায় চড়িয়া হয়ত আজিও সন্ধ্যাবেলা
গঙ্গার কূলে আসিয়া হাসিছ দেখে আমাদের খেলা !

হউক মিথ্যা মায়ার খেলা এ তবুও করিব শোক,
"শান্তি হউক" বলি' যুগে যুগে ব্যথায় মুছিব চোখ !
আসিবে আবারও নিদাঘ-শেষের বিদায়ের হাহাকার,
শাঙনের ধারা আনিবে স্মরণে ব্যথা-অভিষেক তার।
হাসি নিষ্ঠুর যুগে যুগে মোরা স্নিগ্ধ অশ্রু দিয়া,
হাসির কবিরে ডাকিব গভীরে শোক ক্রন্দন নিয়া !

বহরমপুর জেল,
শ্রাবণ, ১৩৩০

Banglainternet.com

দিল্‌-দরদী

[কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'খাঁচার পাখি' শীর্ষক করুণ কবিতাটি পড়িয়া]

কে ভাই তুমি সজল গলায়
গাইলে গজল আফ্‌সোসের?
ফাগুন-বনের নিব্‌ল আগুন,
লাগ্‌ল সেথা ছাপ্‌ পোষের।

দরদ্‌-ভেজা কান্না-কাতর
ছিন্ন তোমার স্বর শুনে
ইরান মুলুক বিরান হ'ল
এমন বাহার-মরসুমে।

সিস্তানের ঐ গুল্‌-বাগিচা
গুলিস্তান্‌ আর বোস্তানে
দোস্ত্‌ হ'য়ে দখিন হাওয়া
কাঁদ্‌ল সে আফ্‌সোস্‌-তানে।

এ কোন্‌ যিগর-পস্তানী সুর?
মস্তানী সব ফুল-বালা
ঝুরলো, তাদের নাজুক বুকে
বাজলো ব্যথার শূল-জ্বালা।

আবছা মনে পড়ছে, যে দিন
শীরাজ-বাগের গুল্‌ ভুলি'
শ্যামল মেয়ের সোহাগ-শ্যামার
শ্যাম হ'লে ভাই বুলবুলি, —

কালো মেয়ের কাজল চোখের
পাগল চাওয়ার ইঙ্গিতে
মস্ত হ'য়ে কাঁকন চুড়ির
কিঙ্কিণী রিন্‌ ঝিন্‌ গীতে।

নাচলে দেদার দাদ্‌রা তালে,
কারফাতে, সরফর্দাতে, —
হঠাৎ তোমার কাঁপল গলা
'খাঁচার পাখী' 'গর্বাতে'।
চৈতালিতে বৈকালি সুর
গাইলে, "নিজের নাই মালিক,
আফ্‌সে মরি আফ্‌সোসে আহ্‌,
আপ্‌সে-বন্দী বৈতালিক।

কাঁদায় সদাই ঘেরা-টোপের
আঁধার ধাঁধায়, তায় একা,
ব্যথার ডালি একলা সাজাই,
সাথীর আমার নেই দেখা।

অসাড় জীবন, ঝাপসা দু'চোখ
খাঁচার জীবন একটানা।"
অশ্রু আসে, আর কেন ভাই,
ব্যথার ঘায়ে ঘা হানা?

খুব জানি ভাই, ব্যর্থ জীবন
ডুবায় যারা সঙ্গীতেই,
মরম-ব্যথা বুঝতে তাদের
দিল্‌-দরদী সঙ্গী নেই!

Banglainternet.com

জানতে কে চায় গানের পাখির
বিপুল ব্যথার বুক ভরাট,
সবার যখন নওরাতি, হায়,
মোদের তখন দুঃখ-রাত!

ওদের সাথী, মোদের রাতি,
শয়ন আনে নয়ন-জল;
গান গেয়ে ভাই ঘামলে কপাল
মুছতে সে ঘাম নাই অঞ্চল।

তাই ভাবি আজ কোন্ দরদে
পিষছে তোমার কল্‌জে-তল?
কার্ অভাব আজ বাজছে বুকে,
কল্‌জে চুঁয়ে গ'লছে জল!

কাতর হ'য়ে পাথর-বুকে
বয় যবে ক্ষীর সুর্‌ধুনী,
হোক তা সুধা, খুব জানি ভাই,
সে সুধা ভর্‌পুর্-খুনই।
আজ যে তোমার আঁকা-আঁসু
কণ্ঠ ছিঁড়ে উছ্‌লে যায় —
কতই ব্যথায়, ভাবতে যে তা
জান্ ওঠে ভাই, কচ্‌লে, হায়!

বসন্ত তো কতই এলো,
গেল খাঁচার পাশ দিয়ে,
এলো অনেক আশ নিয়ে শেষ
গেল দীঘল-শ্বাস নিয়ে।

অনেক শারাব খারাব হ'ল,
অনেক সাকির ভাঙলো বুক!
আজ এলো কোন্ দীপান্বিতা?
কার্ শরমে রাঙলো মুখ?

কোন্ দরদী ফিরলো? পেলে
কোন্ হারা-বুক আলিঙ্গন?
আজ যে তোমার হিয়ার রঙে
উঠলো রেঙে ডালিম-বন!

যিগর-ছেঁড়া দিগর তোমার
আজ কি এল ঘর ফিরে?
তাই কি এমন কাশ ফুটেছে
তোমার ব্যথার চর ঘিরে?

নীড়ের পাখি ম্লান চোখে চায়,
শুনছে তোমার ছিন্ন সুর;
বেলা-শেষের তান ধ'রেছ
যখন তোমার দিন দুপুর!

মুক্ত আমি পথিক-পাখি
আনন্দ-গান গাই পথের,
কান্না হাসির বহ্নি-ঘাতের
বক্ষে আমার চিহ্ন ঢের;

বীণ্ ছাড়া মোর এক্‌লা পথের
প্রাণের দোসর অধিক নাই,
কান্না শুনে হাসি আমি,
আঘাত আমার পথিক ভাই।

Banglainternet.com

বেদনা–ব্যথা নিত্য সাথী, —
তবু ভাই ঐ সিক্ত সুর,
দু'চোখ পুরে অশ্রু আনে
উদাস করে চিত্ত–পুর।

ঝাপ্‌সা তোমার দু'চোখ শুনে
সুরাখ্‌ হ'ল কল্‌জেতে,
নীল–পাথারের সাঁতার পানি
লাখ চোখে ভাই গ'ল্‌ছে যে !

* * *

বাদ্‌শা–কবি ! সালাম জানায়
ভক্ত তোমার অ–কবি,
কইতে গিয়ে অশ্রুতে মোর
কথা ডুবে যায় সবি !

কলিকাতা,
আশ্বিন, ১৩২৮

সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ

আজ আষাঢ়–মেঘের কালো কাফনের আড়ালে মু'খানি ঢাকি'
আহা কে তুমি জননী কার নাম ধ'রে বারে বারে যাও ডাকি' ?
মাগো কর হানি' দ্বারে দ্বারে
তুমি কোন্‌ হারামণি খুঁজিতে আসিলে ঘুম–সাগরের পারে ?
"কই রে সত্য, সত্যেন কই" কাতর কান্না শুধু
গগন–মরুর প্রাঙ্গণে হানে সাহারার হা হা ধু ধু !
সত্য অমর, কেঁদো না জননী, আসিবে আবার রবি,
গিয়াছে বাণীর কমল–বনে মা, কমল তুলিতে কবি !

ওকে ক্রন্দসী হায় মুরছিয়া পড়ে অশ্রু–সিন্ধু তীরে
গেল সহসা নিশীথে বাণীর হাতের বেয়ালার তার ছিঁড়ে।
আহা, কোন্‌ ভিখারিণী এ রে
কাহারে হারায়ে নিখিলের দ্বারে ফরিয়াদ ক'রে ফেরে ?
সতীর কাঁদনে চোখ খুলে চায় ঊর্ধ্বে অরুন্ধতী,
নিবিড় বেদনা ম্লান ক'রে আনে রবির কনক–জ্যোতি।
সত্য অমর, কাঁদিয়ো না সতী, আসিবে আবার রবি,
গিয়াছে বাণীর কমল–কাননে কমল তুলিতে কবি !

আজ সারথি হারায়ে বিষাদে অন্ধ ছন্দ–সরস্বতী,
ওগো পুরোহিত- হারা ভারতী–দেউলে বন্ধ পূজা–আরতি।
ওরে মৃত্যু–নিষাদ ক্রূর
বিষাদ–শায়ক বিঁধিয়া করেছে বাঙলার বুক চুর !
নিভে গেল মঙ্গল–দীপ–শিখা, বঙ্গবাণীর আলো,
দুলে দশদিকে শুধু দিশেহারা অশ্রু অতল কালো !
'সত্য' অমর ! কাঁদিও না কবি, আসিবে আবার রবি,
গিয়াছে বাণীর কমল–কাননে কমল তুলিতে কবি।

Banglainternet.com

শ্বেত বৈজয়ন্তী উড়ে চলে যায় মৃত্যুরও আগে আগে,
ওরে সে চির-অমর, মৃত্যু আপনি তারি পায়ে প্রাণ মাগে।
তাই ঐ বাজে জয়-ভেরী
স্বর্গ-দুয়ারে, ওঠে জয়ধ্বনি, 'জয় সুত অমৃতেরি'!
কাঁদিস্‌নে মাগো, ঐ তোর ছেলে মাতা সারদার কোলে
শিশু-হয়ে পুনঃ দুধ-হাসি হেসে তোরে ডেকে ডেকে দোলে!
'সত্য' অমর, কাঁদিও না কেহ, আসিবে আবার রবি,
মা বীণাপাণির সোহাগ আনিতে স্বর্গে গিয়াছে কবি।

কলিকাতা,
শ্রাবণ, ১৩২৯

সত্য-কবি

অসত্য যত রহিল পড়িয়া, সত্য সে গেল চ'লে
বীরের মতন মরণ-কারারে চরণের তলে দ'লে।
যে-ভোরের তারা অরুণ-রবির উদয়-তোরণ-দোরে
ঘোষিল বিজয়-কিরণ-শঙ্খ-আরাব প্রথম ভোরে,
রবির ললাট চুম্বিল যার প্রথম রশ্মি-টিকা,
বাদলের বায়ে নিভে গেল হায়, দীপ্ত তাহারি শিখা!
মধ্য গগনে স্তব্ধ নিশীথ, বিশ্ব চেতন-হারা,
নিবিড় তিমির, আকাশ ভাঙিয়া ঝরিছে আকুল ধারা,
গ্রহ শশী তারা কেউ জেগে নাই, নিভে গেছে সব বাতি,
হাঁক দিয়া ফেরে ঝড়-তুফানের উতরোল মাতামাতি!

হেন দুর্দিনে বেদনা-শিখার বিজলী-প্রদীপ জ্বেলে
কাহারে খুঁজিতে কে তুমি নিশীথ-গগন-আঙনে এলে?
বারে বারে তব দীপ নিবে যায়, জ্বালো তুমি বারে বারে,
কাঁদন তোমার সে যেন বিশ্বপিতারে চাবুক মারে!
কি ধন খুঁজিছ? কে তুমি সুনীল মেঘ-অবগুণ্ঠিতা?
তুমি কি গো সেই সবুজ-শিখার কবির দীপান্বিতা?
কি নেবে গো আর? ঐ নিয়ে যাও চিতার দু'-মুঠো ছাই!
ডাক দিয়োনাক', শূন্য এ ঘর, নাই গো সে আর নাই!
ডাক দিয়োনাক', মূর্ছিতা মাতা ধূলায় পড়িয়া আছে,
কাঁদি' ঘুমায়েছে কান্তা কবির, জাগিয়া উঠিবে পাছে!
ডাক দিয়োনাক', শূন্য এ ঘর, নাই গো সে আর নাই,
গঙ্গা-সলিলে ভাসিয়া গিয়াছে তাহার চিতার ছাই!

আসিলে তড়িৎ-তাঞ্জামে কে গো নভোতলে তুমি সতী?
সত্য-কবির সত্য-জননী ছন্দ-সরস্বতী?

Banglainternet.com

ঝলসিয়া গেছে দু'চোখ মা তার তোরে নিশিদিন ডাকি',
বিদায়ের দিনে কণ্ঠের তার গানটি গিয়াছে রাখি?
সাত কোটি এই ভগ্ন কণ্ঠে; অবশেষে অভিমানী
ভর-দুপুরেই খেলা ফেলে গেল কাঁদায়ে নিখিল প্রাণী!
ডাকিছ কাহারে আকাশ-পানে ও ব্যাকুল দু'হাত তুলে?
কোল মিলেছে মা, শ্মশান-চিতায় ঐ ভাগীরথী-কূলে!
ভোরের তারা এ ভাবিয়া পথিক শুধায় সাঁঝের তারায়,
কাল যে আছিল মধ্য-গগনে, আজি সে কোথায় হারায়?
সাঁঝের তারা সে দিগন্তের কোলে ম্লান চোখে চায়,
অস্ত-তোরণ পার সে দেখায় কিরণের ইশারায়।
মেঘ-তাঞ্জাম চলে কার আর যায় কেঁদে যায় দেয়া,
পরপার-পারাপারে বাঁধা কার কেতকী-পাতার খেয়া?
হুতাশিয়া ফেরে পূরবীর বায়ু হরিৎ-হুরীর দেশে
জর্দা-পরীর কনক-কেশর কদম্ব-বন-শেষে!
প্রলাপ প্রলাপ প্রলাপ কবি সে আসিবে না আর ফিরে,
ক্রন্দন শুধু কাঁদিয়া ফিরিবে গঙ্গার তীরে তীরে!

'তুলির লিখন' লেখা যে এখনো অরুণ-রক্ত-রাগে,
ফুল্ল হাসিছে 'ফুলের ফসল' শ্যামার সবুজি-বাগে,
আজিও 'তীর্থরেণু ও সলিলে' 'মণি-মঞ্জুষা' ভরা,
'বেণু-বীণা' আর 'কুহু-কেকা'-রবে আজো শিহরায় ধরা,
জ্বলিয়া উঠিল 'অভ্র-আবির' ফাগুয়ায় 'হোমশিখা', —
বহ্নি-বাসরে টিট্‌কারী দিয়ে হাসিল 'হসন্তিকা', —
এত সব যার প্রাণ-উৎসব সেই আজ শুধু নাই,
সত্য-প্রাণ সে রহিল অমর, মায়া যাহা হ'ল ছাই!
ভুল যাহা ছিল ভেঙে গেল মহাশূন্যে মিলালো ফাঁকা,
সৃজন-দিনের সত্য যে, সে-ই রয়ে গেল চির-আঁকা!

উন্নতশির কালজয়ী মহাকাল হ'য়ে জোড়পাণি
স্কন্ধে বিজয়-পতাকা তাহারি ফিরিবে আদেশ মানি'!

আপনারে সে যে ব্যাপিয়া রেখেছে আপন সৃষ্টি-মাঝে,
খেয়ালী বিধির ডাক এল তাই চ'লে গেল আন্-কাজে।
ওগো যুগে-যুগে কবি, ও-মরণে মরেনি তোমার প্রাণ,
কবির কণ্ঠে প্রকাশ সত্য-সুন্দর ভগবান।
ধরায় যে-বাণী ধরা নাহি দিল, যে-গান রহিল বাকি
আবার আসিবে পূর্ণ করিতে, সত্য সে নহে ফাঁকি!
সব বুঝি ওগো, হারা-ভীতু মোরা তবু ভাবি শুধু ভাবি,
হয়তো যা গেল চিরকাল তরে হারানু তাহার দাবি।

তাই ভাবি, আজ যে-শ্যামার শিস খঞ্জন-নর্তন
থেমে গেল, তাহা মাতাইবে পুনঃ কোন্ নন্দন-বন!
চোখে জল আসে, হে কবি-পাবক, হেন অসময়ে গেলে
যখন এ-দেশে তোমারি মতন দরকার শত ছেলে।
আষাঢ়-রবির তেজপ্রদীপ্ত তুমি ধূমকেতু-জ্বালা,
শিরে মণি-হার, কণ্ঠে ত্রিশিরা ফণি-মনসার মালা,
তড়িৎ-চাবুক করে ধরি' তুমি আসিলে হে নির্ভীক,
মরণ-শয়নে চমকি' চাহিল বাঙালি নির্নিমিখ্।
বাঁশিতে তোমার বিষাণ-মন্দ্র রণরণি' ওঠে, জয়
মানুষের জয়, বিশ্বে দেবতা দৈত্য সে বড় নয়!

করোনি বরণ দাসত্ব তুমি আত্ম-অসম্মান,
নোয়ায়নি মাথা চির-জাগ্রত ধ্রুব তব ভগবান,
সত্য তোমার পর-পদানত হয়নি ক' কভু, তাই
বলদপীর দণ্ড তোমায় স্পর্শিতে পারে নাই!
যশ-লোভী এই অন্ধ ভণ্ড সজ্ঞান ভীরু-দলে
তুমিই একাকী রণ-দুন্দুভি বাজালে গভীর রোলে।
মেকীর বাজারে আমরণ তুমি রয়ে গেলে কবি খাঁটি,
মাটির এ দেহ মাটি হ'ল, তব সত্য হ'ল না মাটি।
আঘাত না খেলে জাগে না যে-দেশ, ছিলে সে-দেশের চালক,
বাণীর আসরে তুমি একা ছিলে তূর্যবাদক বালক।

কে দিবে আঘাত? কে জাগাবে দেশ? কই সে সত্য-প্রাণ?
আপনারে হেলা করি' করি মোরা ভগবানে অপমান।

Banglainternet.com

বাঁশি ও বিষাণ নিয়ে গেছ, আছে ছেঁড়া ঢোল ভাঙা কাঁসি,
লোক-দেখানো এ আঁখির সলিলে লুকানো রয়েছে হাসি !
যশের মানের ছিলে না কাঙাল, শেখোনি খাতিরদারী !
উচ্চকে তুমি তুচ্ছ করোনি, হওনি রাজার দ্বারী।
অত্যাচারকে বলনি ক' দয়া, বলেছ অত্যাচার,
গড় করোনি ক' নিগড়ের পায়, ভয়েতে মানোনি হার।
অচল অটল অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়-গিরি তুমি
উরিয়া ধন্য ক'রেছিলে এই ভীরুর জন্মভূমি।

হে মহা-মৌনী, মরণেও তুমি মৌন-মাধুরী পি'য়া
নিয়েছ বিদায়, যাওনি মোদের ছল-করা গীতি নিয়া !
তোমার প্রয়াণে উঠিল না কবি দেশে কল-কল্লোল,
সুন্দর ! শুধু জুড়িয়া বসিলে মাতা সারদার কোল।
স্বর্গে বাদল মাদল বাজিল, বিজলী উঠিল মাতি',
দেব-কুমারীরা হানিল বৃষ্টি-প্রসূন সারাটি রাতি।
কেহ নাই জাগি', অর্গল-দেওয়া সকল কুটির-দ্বারে
পুত্রহারার ক্রন্দন শুধু খুঁজিয়া ফিরিছে কারে !

নিশীথ-শ্মশানে অভাগিনী এক শ্বেত-বাস-পরিহিতা,
ভাবিছে তাহারি সিঁদুর মুছিয়া কে জ্বালালো ঐ চিতা !
ভগবান ! তুমি চাহিতে পার কি ঐ দুটি নারী পানে ?
জানি না, তোমায় বাঁচাবে কে যদি ওরা অভিশাপ হানে !

কলিকাতা,
শ্রাবণ, ১৩২৯

সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ-গীতি

চল-চঞ্চল বাণীর দুলাল এসেছিল পথ ভুলে,
ওগো এই গঙ্গার কূলে।
দিশাহারা মাতা দিশা পেয়ে তাই নিয়ে গেছে কোলে তুলে
ওগো এই গঙ্গার কূলে॥
চপল চারণ বেণু-বীণে তা'র
সুর বেঁধে শুধু দিল ঝঙ্কার,
শেষ গান গাওয়া হ'ল না ক' আর
উঠিল চিত্ত দুলে,
তারি ডাক-নাম ধ'রে ডাকিল কে যেন অস্ত-তোরণ-মূলে,
ওগো এই গঙ্গার কূলে॥
ওরে এ ঝোড়ো হাওয়ায় কারে ডেকে যায় এ কোন্ সর্বনাশী
বিষাণ কবির গুমরি' উঠিল, বেসুরো বাজিল বাঁশি !
আঁখির সলিলে ঝল্সানো আঁখি
কূলে কূলে ভ'রে ওঠে থাকি' থাকি',
মনে পড়ে কবে আহত এ-পাখি
মৃত্যু-আফিম-ফুলে
কোন্ ঝড়-বাদলের এমনি নিশীথে পড়েছিল ঘুমে ঢুলে
ওগো এই গঙ্গার কূলে॥

তার ঘরের বাঁধন সহিল না সে যে চির-বন্ধন-হারা,
তাই ছন্দ-পাগলে কোলে নিয়ে দোলে জননী মুক্তধারা !
ও সে আলো দিয়ে গেল আপনারে দহি',
অমৃত বিলালো বিষ-জ্বালা সহি',
শেষে শান্তি মাগিল ব্যথা-বিদ্রোহী
চিতার অগ্নি-শূলে !
পুনঃ নব-বীণা-করে আসিবে বলিয়া এই শ্যাম তরুমূলে
ওগো এই গঙ্গার কূলে॥

কলিকাতা
শ্রাবণ, ১৩২৯

Banglainternet.com

সুর-কুমার

[দিলীপকুমারের ইউরোপ যাত্রা উপলক্ষে]

বন্ধু, তোমার স্বপ্ন-মাঝে ডাক দিল কি বন্দিনী
সপ্ত সাগর তের নদীর পার হ'তে সুর-নন্দিনী !

বীণ্-বাদিনী বাজায় হঠাৎ যাত্রা-পথের দুন্দুভি,
অরুণ আঁখি কইল সাকি, 'আজকে শরাব মুলতুবী !'

সাগর তোমার শঙ্খ বাজায়, হাতছানি দেয় সিন্ধু-পার,
গানের ভেলায় চললে ভেসে রূপকথারই রাজকুমার !

যক্ষ-লোকে রূপার মায়ায় রূপ যথা আজ সুপ্ত, হায় !
ল'য়ে সুরের সোনার কাঠি দিগ্বিজয়ে যাও সেথায়।

বন্দী-দেশের আনন্দ-বীর ! আনবে তুমি জয় করি'
ইন্দ্রলোকের উর্বশী নয় কণ্ঠলোকের কিন্নরী।
শ্বেতদ্বীপের সুর-সভায় আজকে তোমার আমন্ত্রণ,
অস্ত্রে যারা রণ জেতেনি বীণায় তা'রা জিন্‌ল মন।

কণ্ঠে আছে আনন্দ-গান, হস্ত-পদে থাক শিকল ;
ফুল-বাগিচায় ফুলের মেলা, নাই-বা সেথা ফল্‌ল ফল।

বৃত্ত-ব্যাসে বন্দী তবু মোদের রবির অরুণ-রাগ
জয় করেছে যন্ত্রাসুরের মানব-মেধের লক্ষ যাগ।

ছুটছে যশের যজ্ঞ-ঘোড়া স্পর্ধা-অধীর বিশ্বময়,
তোমার মাঝে দেখব বন্ধু নূতন ক'রে দিগ্বিজয়।

বীণার তারে বিমান-পারের বেতার-বার্তা শুনছি ঐ,
কণ্ঠে যদি গান থাকে গো পিঞ্জরে কেউ বন্ধ নই।
চলায় তোমার ক্লান্তি ত নাই নিত্য তুমি ভ্রাম্যমান,
তোমার পায়ে নিত্য নূতন দেশান্তরের বাজবে গান !

বধূর মতন বিধুর হয়ে সুদূর তোমায় দেয় গো ডাক,
তোমার মনের এপার থেকে উঠল কেঁদে চক্রবাক !

ধ্যান ভেঙে যায় নবীন যোগী, ওপার পানে চায় নয়ন,
মনের মানিক খুঁজে ফের বনের মাঝে সর্বক্ষণ।

দূর-বিরহী, পার হয়ে যাও সাত সাগরের অশ্রুজল,
আমরা বলি — যাত্রা তোমার সুন্দর হোক, হোক সফল !

কলিকাতা,
৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৩৩

Banglainternet.com

রক্ত-পতাকার গান

ওড়াও ওড়াও লাল নিশান ! ...
দুলাও মোদের রক্ত-পতাকা

ভরিয়া বাতাস জুড়ি' বিমান !
ওড়াও ওড়াও লাল নিশান ॥

শীতের শ্বাসেরে বিদ্রূপ করি' ফোটে কুসুম,
নব-বসন্ত সূর্য উঠিছে টুটিয়া ঘুম,
অতীতের ঐ দশ সহস্র বছরেরে হান মৃত্যু-বাণ।
ওড়াও ওড়াও লাল নিশান ॥

চির-বসন্ত যৌবন করে ধরা শাসন,
নহে পুরাতন দাসত্বের ঐ বন্ধমন,

ওড়াও তবে রে লাল নিশান
ভরিয়া বাতাস জুড়ি' বিমান।
বসন্তের এই জ্যোতির পতাকা ওড়াও ঊর্ধ্বে,
গাহ রে গান !
লাল নিশান ! লাল নিশান !

কলিকাতা,
১লা বৈশাখ, ১৩৩৪

অন্তর ন্যাশনাল-সঙ্গীত

জাগো অনশন-বন্দী, ওঠ রে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত !
যত অত্যাচারে আজি বজ্র হানি'
হাঁকে নিপীড়িত-জন-মন-মথিত বাণী,
নব জনম লভি' অভিনব ধরণী
ওরে ওই আগত ॥

আদি শৃঙ্খল সনাতন শাস্ত্র-আচার
মূল সর্বনাশের, এরে ভাঙিব এবার !
ভেদি' দৈত্য-কারা
আয় সর্বহারা !
কেহ রহিবে না আর পর-পদ-আনত ॥

কোরাস্ :

নব ভিত্তি পরে
নব নবীন জগৎ হবে উত্থিত রে !
শোন্ অত্যাচারী ! শোন্ রে সঞ্চয়ী !
ছিনু সর্বহারা, হব সর্বজয়ী ॥

ওরে সর্বশেষের এই সংগ্রাম-মাঝ
নিজ নিজ অধিকার জুড়ে দাঁড়া সবে আজ !
এই "অন্তর-ন্যাশনাল-সংহতি" রে
হবে নিখিল-মানব-জাতি সমুদ্ধত ॥

কলিকাতা,
১লা বৈশাখ, ১৩৩৪

Banglainternet.com

জাগর-তূর্য

[শেলীর ভাব-অবলম্বনে]

ওরে ও শ্রমিক, সব মহিমার উত্তর-অধিকারী !
অলিখিত যত গল্প-কাহিনী তোরা যে নায়ক তারি ॥

শক্তিময়ী সে এক জননীর
স্নেহ-সুত সব তোরা যে রে বীর,
পরস্পরের আশা যে রে তোরা, মা'র সন্তাপ-হারী ॥

নিদ্রোত্থিত কেশরীর মত
ওঠ্ ঘুম ছাড়ি' নব জাগ্রত !
আয় রে অজেয় আয় অগণিত দলে দলে মরুচারী ॥

ঘুমঘোরে ওরে যত শৃঙ্খল
দেহ-মন বেঁধে করেছে বিকল,
ঝেড়ে ফেল্ সব, সমীরে যেমন ঝরায় শিশির-বারি।
উহারা ক'জন? তোরা অগণন সকল শক্তি-ধারী ॥

কলিকাতা,
১লা বৈশাখ, ১৩৩৪

যুগের আলো

নিদ্রা-দেবীর মিনার-চূড়ে মুয়াজ্জিনের শুন্‌ছি আরাব, —
পান ক'রে নে প্রাণ-পেয়ালায় যুগের আলোর রৌদ্র-শারাব !
ঊষায় যারা চম্‌কে গেল তরুণ রবির রক্ত-রাগে,
যুগের আলো ! তাদের বল, প্রথম উদয় এম্‌নি লাগে !
সাতরঙা ঐ ইন্দ্রধনুর লাল রংটাই দেখল যারা,
তাদের গাঁয়ে মেঘ নামায়ে ভুল করেছে বর্ষা-ধারা।
যুগের আলোর রাঙা উদয়, ফাগুন-ফুলের আগুন-শিখা,
সীমন্তে লাল সিঁদুর প'রে আসছে হেসে জয়ন্তিকা !

ঢাকা,
১৭ই ফাল্গুন, ১৩৩৩

Banglainternet.com

পথের দিশা

চারদিকের এই গুণ্ডা এবং বদ্‌মায়েসির আখড়া দিয়ে
রে অগ্রদূত, চলতে কি তুই পারবি আপন প্রাণ বাঁচিয়ে?
পারবি যেতে ভেদ ক'রে এই বক্র-পথের চক্রব্যূহ?
উঠবি কি তুই পাষাণ ফুঁড়ে বনস্পতি মহীরুহ?
আজকে প্রাণের গো-ভাগাড়ে উড়ছে শুধু চিল-শকুনি,
এর মাঝে তুই আলোক-শিশু কোন্ অভিযান করবি, শুনি?
ছুঁড়ছে পাথর, ছিটায় কাদা, কদর্যের এই হোরী-খেলায়
শুভ্র মুখে মাখিয়ে কালি ভোজপুরীদের হট্ট-মেলায়
বাংলা দেশও মাত্‌ল কি রে? তপস্যা তার ভুললো অরুণ?
তাড়িখানার চিৎকারে কি নাম্‌ল ধূলায় ইন্দ্র বরুণ?
ব্যগ্র-পরান অগ্রপথিক, কোন্ বাণী তোর শুনাতে সাধ?
মন্ত্র কি তোর শুন্‌তে দেবে নিন্দাবাদীর ঢক্কা-নিনাদ?

নরনারী আজ কণ্ঠ ফেড়ে কুৎসা-গানের কোরাস্ ধ'রে
ভাবছে তা'রা সুন্দরেরই জয়ধ্বনি করছে জোরে?
এর মাঝে কি খবর পেলি নব-বিপ্লব-ঘোড়সওয়ারী
আসছে কেহ? টুট্‌ল তিমির, খুল্‌ল দুয়ার পূব-দুয়ারী?
ভগবান আজ ভূত হ'ল যে প'ড়ে দশ-চক্র ফেরে,
যবন এবং কাফের মিলে হায় বেচারায় ফিরছে তেড়ে!
বাঁচাতে তায় আসছে কি রে নতুন যুগের মানুষ কেহ?
ধূলায় মলিন, রিক্তাভরণ, সিক্ত আঁখি, রক্ত দেহ?
মসজিদ আর মন্দির ঐ শয়তানদের মন্ত্রণাগার,
রে অগ্রদূত, ভাঙতে এবার আসছে কি জাঠ কালাপাহাড়?
জানিস যদি, খবর শোনা বন্ধ খাঁচার ঘেরাটোপে,
উড়ছে আজো ধর্ম-ধ্বজা টিকির গিঠে, দাড়ির ঝোপে!

Banglainternet.com

নিন্দাবাদের বৃন্দাবনে ভেবেছিলাম গাইব না গান,
থাকতে নারি দেখে শুনে সুন্দরের এই হীন অপমান।
ক্রুদ্ধ রোষে রুদ্ধ ব্যথায় ফোঁপায় প্রাণে ক্ষুব্ধ বাণী,
মাতালদের ঐ ভাটিশালায় নটিনী আজ বীণাপাণি!
জাতির পরান-সিন্ধু মথি' স্বার্থ-লোভী পিশাচ যারা
সুধার পাত্র লক্ষ্মীলাভের করতেছে ভাগ-বাঁটোয়ারা,
বিষ যখন আজ উঠল শেষে তখন কারুর পাইনে দিশা,
বিষের জ্বালায় বিশ্ব পুড়ে, স্বর্গে তাঁরা মেটান তৃষা!
শ্মশান-শবের ছাইয়ের গাদায় আজকে রে তাই বেড়াই খুঁজে,
ভাঙন-দেব আজ ভাঙের নেশায় কোথায় আছে চক্ষু বুজে!
রে অগ্রদূত, তরুণ-মনের গহন বনের রে সন্ধানী,
আনিস্ খবর, কোথায় আমার যুগান্তরের খড়্‌গপাণি!

কলিকাতা,
১৬ই চৈত্র, ১৩৩৩

যা শত্রু পরে পরে

রাজ্যে যাদের সূর্য অস্ত যায় না কখনো, শুনিস্–হায়,
মেরে মেরে যারা ভাবিছে অমর, মরিবে না কভু মৃত্যু–ঘায়,
তাদের সন্ধ্যা ঐ ঘনায় !
চেয়ে দেখ্ ঐ ধূম্র–চূড়
অসন্তোষের মেঘ–গরুড়
সূর্য তাদের গ্রাসিল প্রায় !
ডুবেছে যে পথে রোম গ্রীক প্যারী — সেই পথে যায় অস্ত যায়
ওদের সূর্য ! — দেখবি আয় !

২

অর্ধ পৃথিবী জুড়ে হাহাকার, মড়ক, বন্যা, মৃত্যুত্রাস,
বিপ্লব, পাপ, অসূয়া, হিংসা, যুদ্ধ, শোষণ–রজ্জুপাশ,
আনিল যাদের ক্ষুধিত গ্রাস —
তাদের সে লোভ–বহ্নিশিখ্
জ্বালায়ে জগৎ, দিগ্বিদিক,
ঘিরেছে তাদেরি গৃহ, সাবাস !
যে আগুনে তা'রা জ্বালাল ধরা তা এনেছে তাদেরি সর্বনাশ !
আপনার গলে আপন ফাঁস !

৩

এবার মাথায় দংশেছে সাপে, তাগা আর কোথা বাঁধবে বল ?
আপনার পোষা নাগিনী তাহার আপনার শিরে দিল ছোবল।
ওঝা ডেকে আর বল কি ফল ?
ঘরে আজ তার লেগেছে আগুন,
ভাগাড়ে তাহার পড়েছে শকুন,
রে ভারতবাসী, চল্ রে চল্ !
এই বেলা সবে ঘর ছেয়ে নেয়, তোরাই ব'সে কি র'বি কেবল ?
আসে ঘনঘটা ঝড়–বাদল !

৪

ঘর সাম্‌লে নে এই বেলা তোরা ওরে ও হিন্দু–মুসলেমিন !
আল্লা ও হরি পালিয়ে যাবে না, সুযোগ পালালে মেলা কঠিন !
ধর্ম–কলহ রাখ্ দু'দিন !
নখ ও দন্ত থাকুক বাঁচিয়া,
গণ্ডুষ ফের করিবি কাঁচিয়া,
আসিবে না ফিরে এই সুদিন !
বদ্‌না–গাড়ুতে কেন ঠোকাঠুকি, কাছা কোঁচা টেনে শক্তি ক্ষীণ,
সিংহ যখন পঙ্ক–লীন।

৫

ভায়ে ভায়ে আজ হাতাহাতি ক'রে কাঁচা হাত যদি পাকিয়েছিস্,
শত্রু যখন যায় পরে পরে — নিজের গণ্ডা বাগিয়ে নিস্ !
ভুলে যা ঘরোয়া দ্বন্দ্ব–রিষ।
কলহ করার পাইবি সময়,
এ সুযোগ দাদা হারাবার নয় !
হাতে হাত রাখ্, ফেল্ হাথিয়ার, ফেলে দে বুকের হিংসা–বিষ !
নব–ভারতের এই আশিস !

৬

নারদ নারদ ! জুতো উল্টে দে ! ঝগ্‌ড়েটে ফল খুঁজিয়া আন্।
নখে নখ বাজা ! এক চোখ দেখা ! দু'কাটি বাজিয়ে লাগাও গান !
শত্রুর ঘরে ঢুকেছে বান !
ঘরে ঘরে তার লেগেছে কাজিয়া,
রথ টেনে আন্ আন্ রে তাজিয়া,
পূজা দে রে তোরা, দে রে কোরবান !
শত্রুর গোরে গলাগলি কর্ আবার হিন্দু–মুসলমান !
বাজাও শঙ্খ, দাও আজান !

কৃষ্ণনগর,
আশ্বিন, ১৩৩৩

Banglainternet.com

হিন্দু-মুসলিম-যুদ্ধ

মাভৈঃ ! মাভৈঃ ! এতদিনে বুঝি জাগিল ভারতে প্রাণ,
সজীব হইয়া উঠিয়াছে আজ শ্মশান-গোরস্থান !
ছিল যারা চির-মরণ-আহত,
উঠিয়াছে জাগি' ব্যথা-জাগ্রত,
'খালেদ' আবার ধরিয়াছে অসি, 'অর্জুন' ছোঁড়ে বাণ।
জেগেছে ভারত, ধরিয়াছে লাঠি হিন্দু-মুসলমান !

২

মরিছে হিন্দু, মরে মুস্‌লিম এ উহার ঘায়ে আজ,
বেঁচে আছে যারা মরিতেছে তারা, এ-মরণে নাহি লাজ !
জেগেছে শক্তি তাই হানাহানি,
অস্ত্রে অস্ত্রে নব জানাজানি।
আজি পরীক্ষা — কাহার দস্ত হয়েছে কত দারাজ !
কে মরিবে কাল সম্মুখ-রণে, মরিতে কা'রা নারাজ।

৩

মূর্চ্ছাতুরের কণ্ঠে শুনে যা জীবনের কোলাহল,
উঠিবে অমৃত, দেরি নাই আর, উঠিয়াছে হলাহল।
থামিস্‌নে তোরা, চালা মন্থন !
উঠেছে কাফের, উঠেছে যবন ;
উঠিবে এবার সত্য হিন্দু-মুসলিম মহাবল !
জেগেছিস তোরা, জেগেছে বিধাতা, নড়েছে খোদার কল।

আজি ওস্তাদে-শাগরেদে যেন শক্তির পরিচয়।
মেরে মেরে কাল করিতেছে ভীরু ভারতেরে নির্ভয়।
হেরিতেছে কাল, — কব্‌জি কি মুঠি
ঈষৎ আঘাতে পড়ে কি-না টুটি',
মারিতে মারিতে কে হ'ল যোগ্য, কে করিবে রণ-জয় !
এ 'মক্ ফাইটে' কোন্ সেনানীর বুদ্ধি হয়নি লয় !

৫

ক' ফোঁটা রক্ত দেখিয়া কে বীর টানিতেছে লেপ-কাঁথা !
ফেলে রেখে অসি মাখিয়াছে মসি, বকিছে প্রলাপ যা-তা !
হায়, এই সব দুর্বল-চেতা
হবে অনাগত বিপ্লব-নেতা !
ঝড়-সাইক্লোনে কি করিবে এরা ! ঘূর্ণিতে ঘোরে মাথা?
রক্ত-সিন্ধু সাঁতরিবে কা'রা — করে পরীক্ষা ধাতা।

৬

তোদেরি আঘাতে টুটেছে তোদের মন্দির-মস্‌জিদ,
পরাধীনদের কলুষিত ক'রে উঠেছিল যার ভিত !
খোদা খোদ যেন করিতেছে লয়
পরাধীনদের উপাসনালয় !
স্বাধীন হাতের পূত মাটি দিয়া রচিবে বেদী শহীদ।
টুটিয়াছে চূড়া? ওরে ঐ সাথে টুটেছে তোদের নিদ !

৭

কে কাহারে মারে, ঘোচেনি ধন্দ, টুটেনি অন্ধকার,
জানে না আঁধারে শত্রু ভাবিয়া আত্মীয়ে হানে মার !
উদিবে অরুণ, ঘুচিবে ধন্দ,
ফুটিবে দৃষ্টি, টুটিবে বন্ধ,

Banglainternet.com

হেরিবে মেরেছে আপনার ভায়ে বদ্ধ করিয়া দ্বার !
ভারত-ভাগ্য ক'রেছে আহত ত্রিশূল ও তরবার !

৮

যে-লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ, পড়ে মন্দির-চূড়া,
সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে শত্রু-দুর্গ গুঁড়া !
প্রভাতে হবে না ভায়ে-ভায়ে রণ,
চিনিবে শত্রু, চিনিবে স্বজন।
করুক কলহ — জেগেছে তো তবু — বিজয়-কেতন উড়া !
ল্যাজে তোর যদি লেগেছে আগুন, স্বর্ণলঙ্কা পুড়া !

কৃষ্ণনগর,
৯ই আশ্বিন, ১৩৩৩

গ্রন্থ ও রচনা পরিচিতি

Banglainternet.com

ফণি-মনসা

'ফণি-মনসা' ১৩৩৪ শ্রাবণে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

'সব্যসাচী' ২৩শে পৌষ ১৩৩২ মুতাবিক ৭ই জানুয়ারী ১৯২৬ তারিখের 'লাঙলে' প্রকাশিত হইয়াছিল।

'দ্বীপান্তরের বন্দিনী' ১৭ই মাঘ ১৩৩১ তারিখে ৫ম বর্ষের ১০ম সংখ্যক বিজলীতে 'বন্দিনী' শিরোনামে বাহির হইয়াছিল।

'আশীর্বাদ' শামসুন্ নাহারের 'পুণ্যময়ী' পুস্তকের 'প্রশস্তি'।

'সাবধানী ঘন্টা' ১৩৩১ কার্তিকের কল্লোলে 'সর্বনাশের ঘন্টা' শিরোনামে প্রকাশিত হইয়াছিল। এ-সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখিয়াছেন :

> "মনে আছে এই কবিতা নজরুল কল্লোল আপিসে বসে লিখেছিল এক বৈঠকে।"
>
> —[কল্লোল-যুগ, ৮৯ পৃষ্ঠা।]

'সর্বনাশের ঘন্টা' অনেক স্থানে পরিবর্তিত হইয়া গ্রন্থভুক্ত হইয়াছে। মূল কবিতাটি নিম্নে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল।

সর্বনাশের ঘন্টা

রক্তে আমার লেগেছে আবার সর্বনাশের নেশা।
রুধির-নদীর পার হতে ঐ ডাকে বিপ্লব-হ্রেষা।
হে দ্রোণাচার্য! আজি এই নব জয়যাত্রার আগে
দ্বেষ-পঙ্কিল হিয়া হতে তব শ্বেত পঙ্কজ মাগে
শিষ্য তোমার, দাও গুরু দাও তব রূপ-মসী ছানি'
অঞ্জলি ভরি' শুধু কুৎসিত কদর্যতার গ্লানি!
তোমার নীচতা ভীরুতা তোমার, তোমার মনের কালি
উদ্গার গুরু শিষ্যের শিরে, তব বুক হোক খালি।
বন্ধু গো! গুরু! দূষিত দৃষ্টি দূর কর, চাহ ফিরে,
শয়তানে আজ পেয়েছে তোমায়, সে যে পাঁক ঢালে শিরে!
চিরদিন তুমি যাহাদের মুখে মারিয়াছ ঘৃণা-ঢেলা,
যে ভোগানন্দ দাসেদের গালি হানিয়াছ দুই বেলা,

Banglainternet.com

আজ তাহাদেরি বিনামার তলে আসিয়াছ তুমি নামি'
বাঁদরেরে তুমি ঘৃণা কর ভালোবাসিয়াছ বাঁদরামি।
হে অস্ত্রগুরু! আজি মম বুকে বাজে শুধু এই ব্যথা,
পাণ্ডবে দিয়া জয়-কেতু, হলে কুক্কুর-কুরু-নেতা!
ভোগ-নরকের নারকীর দ্বারে হইয়াছ তুমি দ্বারী
ব্রহ্ম-অস্ত্র ব্রহ্ম-দৈত্যে দিয়া, হে ব্রহ্মচারী!
তোমার কৃষ্ণ-রূপ -সরসীতে ফুটেছে কমল কত
সে কমল ঘিরি' নেমেছে মরাল কত সহস্র শত।
কোথা সে দীঘির উচ্ছল জল কোথা সে কমল রাঙা;

হেরি শুধু কাদা শুকায়েছে জল, সরসীর বাঁধ ভাঙা!
সেই কাদা মাখি' চোখে-মুখে তুমি সাজিয়াছ ছি ছি সং,
বাঁদর-নাচের ভালুক হয়েছ; হেসে মরি দেখে ঢং!
অন্ধকারের বিবর ছাড়িয়া বাহিরিয়া এস গুরু,
হের দিবালোকে — বাঁদরের বেদে কেটেছে গুম্ফ ভুরু।
মিত্র সাজিয়া শত্রু তোমারে ফেলেছে নরকে টানি',
ঘৃণার তিলক পরাল তোমারে স্তাবকের শয়তানী!
যাহারা তোমারে বাসিয়াছে ভালো, করিয়াছে পূজা নিতি,
তাহাদের হানে অতি লজ্জার ব্যথা আজ তব স্মৃতি।
নপুংসক ঐ শিখণ্ডী আজ রথের সারথি তব —
হানো বীর তব বিদ্রূপ-বাণ, সব বুক পেতে লব
ভীষ্মের সম, যদি তাহে শর-শয়নের বর লভি;
তুমি যত বল, আমিই সে রণে জিতিব অস্ত্র-কবি!
তুমি জান, তুমি সম্মুখ-রণে পারিবে না পরাজিতে,
আমি তব কাল যশোরাহু সদা শঙ্কা তোমার চিতে।
রক্ত অসির কৃষ্ণ মসির যে কোন যুদ্ধে, গুরু,
তুমি নিজে জান তুমি অশক্ত, তাই করিয়াছ শুরু
চোরা-বাণ ছোঁড়া বেল্লিকপনা বিনামা-আড়ালে থাকি',
ন্যক্কার-আনা নপুংসকেরে রথ-সম্মুখে রাখি'।

হের গুরু আজ চারিদিক হতে ধিক্কার অবিরত
ছি ছি বিষ ঢালি' জ্বালায় তোমার পুরানো প্রদাহ-ক্ষত।
আমারে যে সবে বাসিয়াছে ভালো মোর অপরাধ নহে।
কালীয়-দমন উদিয়াছে মোর বেদনার কালীদহে।
তাহার সে দাহ তোমারে দহেনি, দহেছে যাদের মুখ
তাহারা নাচুক জ্বলুনীর চোটে। তুমি পাও কোন্ সুখ

দগ্ধ-মুখ সে রাম-সেনাদলে নাচিয়া হে সেনাপতি!
শিব-সুন্দর-সত্য তোমার লভিল এ কি এ গতি?

যদিই অসতী হয় বাণী মোর, কালের পরশুরাম
কঠোর কুঠারে নাশিবে তাহারে, তুমি কেন বদ্‌নাম
কিনিতেছ গুরু! কেন এত তব হিয়া-দগ্‌দগী জ্বালা?
হেলির রাজা কে সাজাল তোমারে পরায়ে বিনামা-মালা?
তোমার গোপন দুর্বলতারে, ছি ছি করে মসীময়
প্রকাশিলে গুরু, এইখানে তব অতি বড় পরাজয়।
তুমি ভিড়িও না গো-ভাগাড়ে-পড়া চিল-শকুনের দলে,
শতদল-দলে তুমি যে মরাল শ্বেত-সায়রের জলে।
ওঠ গুরু, বীর, ঈর্ষা-পঙ্ক-শয়ন ছাড়িয়া পুনঃ,
নিন্দার নহ, নান্দীর তুমি, উঠিতেছে বাণী শুন!
উঠ গুরু উঠ, লহ গো প্রণাম, বেঁধে দাও হাতে রাখি,
ঐ হের শিরে চক্কর মারে বিপ্লব-বাজপাখি।
অন্ধ হয়ো না, বেত্র ছাড়িয়া নেত্র মেলিয়া চাহ —
ঘনায় আকাশে অসন্তোষের বিদ্রোহ-বারিবাহ।
দোতালায় বসি' উতলা হয়ো না শুনি' বিদ্রোহ-বাণী,
এ নহে কবির, এ কাঁদন ওঠে নিখিল-মর্ম ছানি'!

বিদ্রূপ করি' উড়াইবে এই বিদ্রোহ-তেতো জ্বালা
সুরের তোমরা, কি করিবে তবু হবে কান ঝালাপালা
অসুরের ভীম অসি-ঝনঝনে, বড় অসোয়াস্তি-কর!
বন্ধু গো এত ভয় কেন? আছে তোমার আকাশ-ঘর!
অর্গল এঁটে সেথা হতে তুমি দাও অনর্গল গালি,
গোপীনাথ মল? সত্য কি? মাঝে মাঝে দেখো তুলি' জালি।
বারীন ঘোষের দ্বীপান্তর আর মির্জাপুরের বোমা,
লাল বাংলার হুমকানি, — ছি ছি এত অসত্য ও মা,
কেমন করে যে রটায় এ সব ঝুটা বিদ্রোহী দল!
সখী গো আমায় ধর ধর! মা গো, কত জানে এরা ছল!
সই লো আমার কাতুকুতু-ভাব হয়েছে যে, ঢলে পড়ি!
আঁচলে জড়ায়ে পা চলে না আর, হাত হতে পড়ে ছড়ি!
শ্রমিকের গাঁতি বিপ্লব-বোমা, আ ম'লো তোমরা মর!
যত সব বাজে বাজখাঁই সুর, মেছুনি-বৃত্তি ধর!
যারা করে বাজে দুখভোগ ত্যাগ, আর রাজরোষে মরে,
ঐ বোকাদের ইতর ভাষায় গালি দাও খুব ক'রে।

Banglainternet.com

এই ইতরামি বাঁদরামি–আর্ট আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে
হন্যে কুকুর পেট পালি আর হাউ হাউ মরি কেঁদে।
এই শয়তানি ক'রে দিনরাত বল আর্টের জয় !
আর্ট মানে শুধু বাঁদরামি আর মুখ–ভ্যাংচানো নয়।
আপনার নাক কেটে দাদা এই পরের যাত্রা ভাঙা,
ইহাই হইল আদর্শ আর্ট নাকি–সুর, কান–রাঙা !
আর্ট ও প্রেমের এই সব মেড়ো মাড়োয়ারী দলই জানে,
কোনো বিদ্রোহের অসন্তোষের রেখা নেই কোনোখানে।
সব ভুয়ো দাদা, ও–সবে দেশের কিছুই হইবে না ক,
এমনি করিয়া জুতো খাও আর মলমল–মল মাখ !
জ্ঞান–অঞ্জন–শলাকা তৈরি হতেছে এদের তরে,
দেখিবে এদের আর্টের আঁটুনি একদিনে গেছে ছুঁড়ে।
বন্ধু গো ! গুরু ! আঁখি খোলো, খোলো শ্রবণ হইতে তুলা,
ঐ হের পথে গুর্খা সেপাই উড়াইয়া যায় ধূলা।
ঐ শোন আজ ঘরে ঘরে কত উঠিতেছে হাহাকার,
ভূধর–প্রমাণ উদরে তোমার এবার পড়িবে মার !
তোমার আর্টের বাঁশরীর সুরে মুগ্ধ হবে না এরা,
প্রয়োজন–বাঁশে তোমার আর্টের আর্টশালা হবে নেড়া।
প্রেমও আছে গুরু, যুদ্ধও আছে, বিশ্ব এমনি ঠাঁই,
ভালো নাহি লাগে, ভালো ছেলে হয়ে, ছেড়ে যাও, মানা নাই।
আমি বলি — গুরু বলো তাহাদেরে কোন বাতায়ন–ফাঁকে
সজিনার ঠ্যাঙা সজনীর মত হাতছানি দিয়ে ডাকে !

যত বিদ্রূপই কর গুরু তুমি জান এ সত্য–বাণী,
কারুর পা চেটে মরিব না, কোন প্রভু পেটে লাথি হানি'
ফাটাবে না পিলে ; মরিব যেদিন মরিব বীরের মত,
ধরা–মা'র বুকে আমার রক্ত রবে হ'য়ে শাশ্বত।
আমার মৃত্যু লিখিবে আমার জীবনের ইতিহাস —
ততদিন গুরু সকলের সাথে ক'রে নাও পরিহাস !

'সর্বনাশের ঘণ্টা' কবিতার উত্তরে পরলোকগত কবি মোহিতলাল মজুমদার ৮ই কার্তিক ১৩৩১ তারিখের সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'তে লেখেন 'দ্রোণ–গুরু'।

'বিদায়–মাভৈঃ' ১৩৩০ চৈত্রের 'প্রবাসী'তে এবং 'বাঙলায় মহাত্মা' ১৩৩২ জ্যৈষ্ঠে ৫ম বর্ষের ২৬শ সংখ্যক 'বিজলী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল ।

'অশ্বিনীকুমার' ২১শে মাঘ ১৩৩২ মুতাবিক ৪ঠা জানুয়ারি ১৯২৬ তারিখের 'লাঙলে' ছাপা হইয়াছিল। বরিশালের কর্মযোগী অশ্বিনীকুমার দত্তের মৃত্যুতে এই শোক–কবিতাটি রচিত।

'ইন্দু–প্রয়াণ' কবিতাটির ২৪শ চরণ কবিপত্নী প্রমীলা নজরুল ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণে মুদ্রিত আছে এরূপ —

এবারে হে কবি করিব পূর্ণ এ চির–কবি পুরে ! ...

এই পংক্তিটি প্রথম সংস্করণে ছিল এইরূপ —

এবার হে কবি করিব পূর্ণ ঐ চির–কবি পুরে। ...

'দিল–দরদী' ১৩২৮ আশ্বিনের 'মোসলেম–ভারতে' বাহির হইয়াছিল। তাহাতে কবিতাটির শেষ দুই চরণ ছিল এরূপ —

বাদশা কবি ! সালাম জানায় বুনো তোমার ছোট্ট ভাই !
কইতে গিয়ে অশ্রুতে মোর যায় ডুবে যায় সব কথাই।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১০ই আষাঢ় (১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে জুন) রাত্রি ২৷৷০ টায় দুরন্ত ব্রঙ্কাইটিস্ রোগে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার স্মরণে নজরুল ইসলাম ১৩২৯ শ্রাবণে ২য় বর্ষের ৩৩শ সংখ্যক 'বিজলী'তে লেখেন 'সত্যেন্দ্র–প্রয়াণ'। 'সত্য–কবি' ভারতীতে 'কবি সত্যেন্দ্র' শিরোনামে এবং 'সত্যেন্দ্র–প্রয়াণ–গীতি' মাসিক বসুমতীতে 'সত্য–প্রয়াণ' গীতি শিরোনামে বাহির হয়। 'ভারতী' হইতে 'কবি সত্যেন্দ্র' ১৩২৯ আষাঢ়ের 'উপাসনায়' উদ্ধৃত হইয়াছিল।

'অন্তর–ন্যাশনাল সঙ্গীত', 'রক্ত–পতাকার গান' ও 'জাগর–তূর্য' যথাক্রমে ১৩৩৪ সালের ৮ই বৈশাখ, ১৫ই বৈশাখ ও ২২শে বৈশাখ তারিখের 'গণবাণী'তে বাহির হয়।

'যুগের আলো' ১৩৩৩ ফাল্গুনের 'যুগের আলো'তে এবং 'পথের দিশা' 'অগ্রদূত'–এ প্রকাশিত হইয়াছিল। 'যা শত্রু পরে পরে' ১৩৩৩ আশ্বিনে বর্ধমানের 'শক্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল ; 'শক্তি' হইতে উহা ২৫শে আশ্বিন ১৩৩৩ তারিখের 'গণবাণী'তে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

পু ন শ্চ

ফণি–মনসা প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে (জুলাই ১৯২৭)। প্রকাশক : গ্রন্থকার, ১৯৩ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা। ঠিকানাটি বর্মণ পাবলিশিং হাউসের, কিন্তু প্রকাশক হিসেবে তাঁদের নাম ছিল না। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৪, মূল্য পাঁচ সিকা।

Banglainternet.com

শনিবারের চিঠিতে 'আমি ব্যাঙ' কবিতাটি প্রকাশিত হলে নজরুল ইসলাম তা মোহিতলাল মজুমদারের রচনা বলে মনে করেন। তারই প্রতিক্রিয়ায় *কল্লোল* পত্রিকায় (কার্তিক ১৩৩১) তিনি লেখেন 'সর্বনাশের ঘণ্টা'। মোহিতলাল মজুমদার *শনিবারের চিঠিতে* (বিশেষ বিদ্রোহ সংখ্যা, ৮ কার্তিক ১৩৩১) তার জবাব দেন 'দ্রোণ-গুরু' কবিতায়। কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হলো :

দ্রোণ-গুরু

[কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকালে দ্রোণাচার্য কুরু সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, তিনি প্রাচীন ও অকর্মণ্য বলিয়া দ্রোণ-বিদ্বেষী কর্ণের বিদ্বেষ আরও বাড়িয়া যায়। এদিকে দ্রোণ-শিষ্য অর্জুনের কৃতিত্বও কর্ণের দুঃসহ হইয়া উঠে। এই বিদ্বেষের কথা মহাভারতে উল্লিখিত আছে। কিন্তু নিম্নলিখিত ঘটনাটির কথা মূল মহাভারতে নাই। কর্ণাটদেশে প্রচলিত মহাভারতের তামিল-সংস্করণের একটি গাথা অবলম্বনে এই কবিতা রচিত হইয়াছে। দ্রোণাচার্যের মনে অর্জুনের প্রতি আন্তরিক স্নেহ নষ্ট করিবার জন্য, এবং তাঁহার উপর যাহাতে গুরুর নিদারুণ অভিশাপ বর্ষিত হয় এই উদ্দেশ্যে, অর্জুন কর্তৃক লিখিত বলিয়া একখানি গুরুদ্রোহসূচক কুৎসাপূর্ণ পত্র দ্রোণাচার্যের নিকট প্রেরিত হয়। বলা বাহুল্য, এই কৌশল সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছিল।]

কি বলিস্ তুই অশ্বত্থামা ! আমি মরে যাই লাজে !
আমি ব্রাহ্মণ, তবু বলিব না — ক্ষত্রিয়কুল-মাঝে
হেন কাপুরুষ আছে কোনো ঠাঁই — ভীরু, আত্মম্ভরি —
মিথ্যা দম্ভ গর্বের ভরে আপনারে বড় করি'
আপনার পূজা ষোড়শোপচার মাগে যে গুরুর কাছে !
অনুষ্ঠানের ত্রুটি পাছে হয়, সদা সেই ভয় আছে ! —
তাহারি লাগিয়া আক্রোশ করি' শিষ্য হইয়া বীর
বন্যবরাহ হনন করা সে ঘৃণ্য ব্যাধের তীর
চিৎকার সহ নিক্ষেপি' করে বাতাসের সনে রণ—
বলে পাণ্ডব — কৌরব-গুরু আমারি সে প্রিয়জন !
পাণ্ডব সেকি ? কোন পাণ্ডব ? কে বা সে ছদ্মমতি ?
আমার নিকটে অস্ত্রশিক্ষা ! — হায় একি দুর্গতি !
বলে, সে পার্থ ! — কৃষ্ণ-সারথি ! নব-অবতার নর !
মহাবিপ্লব যুগান্তরের নবীন যুগন্ধর !
যার পৌরুষে যত মহারথী দ্রুপদের সভাতলে,
মুগ্ধ হইল লক্ষ্যভেদের অপূর্ব কৌশলে ;
যার বীরত্বে বিস্মিত নিজে শঙ্কর ত্রিপুরারি —
দানিল দিব্য পাশুপত যারে দানবদহনকারী,

যার প্রতিভায় ব্রাহ্মণ-দ্রোণ ব্রাহ্মণ্যের চেয়ে
মানিয়াছে বড় ক্ষাত্র-মহিমা শিষ্য যাহারে পেয়ে,
— এই লিপি তার ! — অশ্বত্থামা ! হয়েছিস্ উন্মাদ ?
কি কথা বলিস ? কে শুনালে তোরে এ হেন মিথ্যাবাদ ?

— অর্জুন ? — আরে ছিছি, ছিছি ছিছি ! তার হেন দুর্মতি !
তার মুখে হেন অনার্য-বাঁশা ! — আপন গুরুর প্রতি,
মিথ্যা রটনা — এই অপবাদ মিথ্যার অভিনয়ে
পটু হবে সেই ! অসি ছেড়ে শেষে মসীর পাত্র লয়ে
—ছিটাইছে কালি, রণ-অঙ্গনে অঙ্গনা-রীতি ধরে ! —
রমণীর মত বাতাসে ভেঙ্গায়ে কোন্দল শুরু করে !
বিরাটপুরীর অজ্ঞাতবাসে বৃহন্নলার কথা
মনে আছে বটে — অকীর্তিকর ! — সেথাকার বাচালতা
পুরস্ত্রীদের কুৎসা-কলহ, সেই নট-নটী লীলা
স্বভাব নষ্ট করেছিল বুঝি ? আজো অন্তঃশীলা
নপুংসকের বিকৃত শোণিত কিণাঙ্ক-করমূলে
বহিছে নাড়িতে ? হায়, হতভাগা এখনো যায়নি ভুলে !
গুরুনিন্দার পাতকের ভয় এতটুকু মনে নাই !
আজ তুমি বড় ! গুরুমারা চোর ! তুমি মহাবীর, তাই
একটা ক্ষুদ্র মশকের হুল সহিতে পারো না তুমি !
— অত্যাচারীর খড়্গ ভাঙিবে, রাখিবে ভারত-ভূমি !
হুলের আঘাতে, কুরুক্ষেত্রে ফেলে দিয়া গাণ্ডীব,
রথ হতে নামি' মৃত্তিকা 'পরে মাথা ঠোকে ঢিব্ ঢিব্ !
নারায়ণী-সেনা হাসিছে অদূরে, রঙ্গ দেখিছে তারা,
আমার মাথা যে হেঁট হয়ে যায়, পশ্চিমে ওই কারা —
ফেরুপাল বুঝি—হর্ষিত চিতে চিৎকার করি' ওঠে,
সূর্যের মুখে অস্তমলিন হাসি বুঝি ওই ফোটে !

* * *

কেন তোর এই অধঃপতন বল্ দেখি, ফাল্গুনি !
এই বিদ্বেষ ঈর্ষার জ্বালা কার তরে বল্ শুনি ?
আমি গুরু তোর, একা তোরি গুরু ? — আর কেহ নাহি রবে ?
আজিকার এই সমরাঙ্গনে যদি কেউ যশ লভে —
রণ-কৌশলে আর কেহ যদি আমারে প্রণাম করি'
দূর হতে পায় আমারি শিক্ষা-সাধনার কারিগরি—
ধর্মক্ষেত্রে সে কি অধর্ম ? তোমারি হইবে জয় ?
তোমার দর্পে আর কেহ যদি হেসে কুটি-কুটি হয়,

Banglainternet.com

সে কি তার মহা ধর্ম-দ্রোহ? — হয় যদি তাই হোক,
তার লাগি' মোর অপরাধ কিবা—কেন তায় এত শোক!
আজ দেখিতেছি, একদিন সেই নিষাদের নন্দনে
করেছিনু ঘোর অবিচার আমি মমতা অন্ধ মনে। —
তোমারি লাগিয়া অঙ্গুলি তার চেয়েছিনু দক্ষিণা,
সে পাপের সাজা কেবা দিবে আর ক্রুর অর্জুন বিনা
আজ পুনরায় নবধানুকীর অঙ্গুলি কাটি' লয়ে
পাঠাতাম যদি তোমার সকাশে — হর্ষে ও বিস্ময়ে
গুরুদেব বলি' কত বাখানিতে বৃদ্ধের বীরপনা!
সে আর হবে না আর করিব না ধর্মের বঞ্চনা।
এতকাল ধরি' দিয়াছ যে গুরু—ভক্তির পরিচয়,
সেই ভালো ছিল, তার বেশি এ যে হয়ে গেল অতিশয়!
মনে ভেবে দেখ, কিবা মানে তার, কি বুঝিবে রাজগণ, —
ধিক্কারে আজ মুখরিত হল কুরুদের প্রাঙ্গণ!

* * *

না—না, না—না, না—না, একি এ প্রলাপ বকিতেছি বার বার!
অশ্বত্থামা! ফের পড়, লিপি,—হয়নি পরিষ্কার!
মোর প্রাণাধিক প্রিয়তম সেই কিরীটীর নহে লিপি,
এ লিখেছে কোন্ কুলশীলহীন পরের প্রসাদজীবী!
লেখার মাঝারে ওঠে না ফুটিয়া সেই মনোহর মুখ,
আজানু-দীর্ঘ সেই বাহু তার, বিরাট বিশাল বুক!
হ্রস্ব খর্ব এ কোন্ বামন উপানৎ পরি' উঁচা
হইবারে চায়, চুরি করা চূড়া মাথায় বেঁধেছে ছুঁচা!
অর্জুন নিজে শ্যাম-কলেবর—কৃষ্ণের সখা সে যে!
সে কি ঘৃণা করে কৃষ্ণবরণ? বধূ কৃষ্ণার তেজে
বাহুতে বীর্য, বক্ষে জাগিল যৌবন-ব্যাকুলতা, —
সে করেছে গ্লানি মসীরূপ বলি'? সম্ভব নহে কথা!
এ কোন্ শবর কিরাতের গালি, অনার্য জাতি-চোর!
নকল কুলীন! বর্ণ-গর্বে কুৎসা রটায় মোর!

হয়েছে! হয়েছে! অশ্বত্থামা! জেনেছি এতক্ষণে—
বীরকুলগ্লানি সেই নিন্দুকে এবার পড়েছে মনে!
আমি ব্রাহ্মণ, চির-উজ্জ্বল ব্রাহ্মণ্যের শিখা
ললাটে আমার মিথ্যা-দহন জ্বলে যে সত্যটীকা!
রাজসভাতলে জনগণমাঝে করি না যে বিচরণ;
পথ-কুকুর নীচ-সহবাস ত্যজিয়াছি প্রাণপণ।

তবু যে আমার ধনু নির্ঘোষে টঙ্কার-ঝঙ্কারে
নিজে গায়ত্রী-ছন্দ-জননী আসিয়া দাঁড়ান দ্বারে।
আমরা পর্ণ-কুটিরের তলে রাজার দুলাল বীর —
গড্ডলিকার দল নহে — আসি' মাটিতে নোয়ায় শির!

আমি সাধিয়াছি আর্য-সাধনা-সনাতন সুন্দর! —
যে-মন্ত্র-বলে শাশ্বতীসমা সদ্‌গতি লভে নর।
ত্যজি' অনার্য-দুষ্টপন্থা, অন্ত্যজ-অনাচার,
ক্ষত্রিয় সাজি' ক্ষত্রিয়ে দিছি ব্রাহ্মণ-সংস্কার।
কর্ণপটহ বিদারণ করি', বিদারিয়া নভোতল।
পথে পথে ফিরি, ইতরের সাথে করি নাই কোলাহল
যুগ-ধর্মের সুযোগ বুঝিয়া চির-সত্যের গ্লানি
করি নাই কভু, —যশোলিপ্সার —স্বার্থের আপসানি!
নিজ হৃদয়ের পুরীষ-পঙ্ক দুই হাতে ছড়াইয়া
যুগবাণী বলি', ধ্রুব-শাশ্বত পদতলে গুঁড়াইয়া,
যত মূর্খ ও ষণ্ডমার্কে ভক্তশিষ্য করি',
এই দেবতার দিবারে করিনি পিশাচের শর্বরী!
জানিস্ বৎস, কোন মহারথী — এ কোন নূতন গ্রহ,
মোর সাথে চির-শত্রুতা মানি', বিদ্বেষ দুঃসহ
পুষিয়াছে মনে?—বৈরী সে, যথা কৃষ্ণের শিশুপাল! —
সত্যের এই মিথ্যা-বৈরী যুগে যুগে চিরকাল?
আজ আসিয়াছে নূতন ছদ্মে শিষ্যের সাজ পরি' —
গুরু-শিষ্যের ভক্তি ও স্নেহ কুৎসায় লবে হরি'!

চিনেছি তোমারে, হে কপটচারী দাম্ভিক দুর্জন!
বক্ষের মণি অর্জুন নও — পাদুকার অর্জুন!
বীর সে পার্থ আর্ত হয় না স্বার্থের সঙ্কোচে,
— গুরুহত্যার পাতকের ভয়ে ললাটের স্বেদ মোছে!
বজ্র-আঘাতে হয় না কাতর বীর সে সব্যসাচী —
তারে কাবু করে গোটা দুই তিন বাতাসের মশা-মাছি!
তাহারি কারণে উন্মাদ হয়ে করিবে সে গুরুদ্রোহ!
একি পাপ! একি অহঙ্কারের নিদারুণ সম্মোহ!
সে কি পাণ্ডব! দ্রোণের শিষ্য ক্ষত্রিয়-চূড়ামণি! —
খুলে ফেল্ তোর ক্ষত্রিয়-বেশ, ওরে পাণ্ডব-শনি!
রাধেয় কর্ণ পরিচয় তোর। আর যাহা পরিচয় —
সে কথা কহিতে ঘৃণায় আমার রসনা ক্লান্ত হয়!

Banglainternet.com

চিরদিন তুই মিথ্যার দাস, মিথ্যাই তোর প্রিয় —
গুরু ভার্গবে প্রতারণা করি' সেজেছিলি শ্রোত্রিয় !
সেই কীট তোরে ছাড়িল না আজও ! সেদিন পড়িলি ধরা
দংশন সহি' ! — আজ বিপরীত —হলি যে অর্ধমরা !
জমদগ্নির অভিশাপ বহি' পলায়ে আসিলি চোর !
জাতি আপনার লুকাতে নারিলি, লজ্জা নাহি যে তোর !
দ্রোণ-গুরু নয়, সার্থক তোর গুরু সে পরশুরাম —
বিস্ময় মানি দম্ভে তোমার —রেখেছ গুরুর নাম !

* * *

ওরে নির্ঘৃণ ! আপনি আপন বিষ্ঠার পর্বতে
চড়ি' বসিয়াছ — মনে করিয়াছ আঁধারিবে হেন মতে
সবিতার মুখ ! মোর যশো-রবি-রাহু হতে সাধ যায় !
আরে, আরে, তোর স্পর্ধায় দেখি জোনাকিও লাজ পায় !
কেমনে আনিলি হেন কথা মুখে ? যজ্ঞের হবিটুকু
সন্তর্পণে রাখিয়াছি ঢেকে, তাও হেরি চাকু-চুকু
করিয়া লেহন, সাধ যায় — সেথা উগারিতে একরাশি
অমেধ্য যে সব উদরে রাজিছে — কতকালকার বাসি,
চুরি করা যত গরহজমের ! —পথে প্রান্তরে যার
সৌরভ পেয়ে এতদিন পরে ভরিয়াছে সংসার
লালা ও পঙ্কবিলাসীর দল — শবভুক নিশাচর,
শকুনি, গৃধিনী, শৃগালের পাল — রসনা-তৃপ্তিকর
পাইয়াছে ভোজ ! ভাবিয়াছ বুঝি সেই রস উপাদেয় ?
দেব-যজ্ঞের আহুতি সে ঘৃত সোমরস হবে হেয় ?
উন্মাদ—তুই উন্মাদ ! তাই পতনের কালে আজ
বিষ-বিদ্বেষ উথলি' উঠেছে, নাই তোর ভয় লাজ !
আমারে করেছে কুরু-সেনাপতি কৌরব-নৃপমণি,
তাই হিংসায় পুরীষ-ভাণ্ডে মাছি ওঠে ভনভনি !
তাই তাড়াতাড়ি পার্থের নামে কুৎসার ছল ধরে
তারি নামে লিপি পাঠালি আমারে কুৎসিত গালি ভরে
আমি ব্রাহ্মণ, দিব্যচক্ষে দুর্গতি হেরি তোর —
অধঃপাতের দেরি নাই আর, ওরে হীন জাতি-চোর !
আমার গায়ে যে কুৎসার কালি ছড়াইলি দুই হাতে —
সব মিথ্যার শাস্তি হবে সে এক অভিসম্পাতে,
গুরু ভার্গব দিল যা তুহারে ! ওরে মিথ্যার রাজা !
আত্মপূজার ভণ্ড পূজারী ! যাত্রার বীর সাজা
ঘুচিবে তোমার, মহাবীর হওয়া মর্কট-সভাতলে !
দুদিনের এই মুখোস-মহিমা তিতিবে অশ্রুজলে !

অভিশাপরূপী নিয়তি করিবে নিদারুণ পরিহাস
চরমক্ষণে মেদিনী করিবে রথের চক্র গ্রাস !
মিথ্যায় ভুলি' যে মহামন্ত্র গুরু দিয়েছিল কানে,
বড় প্রয়োজনে পড়িবে না মনে, সে বিফল সন্ধানে
নিজেরি অস্ত্র নিজেরে হানিবে —শেষ হবে অভিনয়,
এতদিন যাহা নেহারি' সকলে মেনেছিল বিস্ময় !

[তথ্যসূত্র : আবদুল কাদির সম্পাদিত ও বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'র নতুন সংস্করণ থেকে।]

Banglainternet.com